BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (8^{TH} VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : TAFSIR (END PART-B)

তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি জবাব দিলেন, তোমার সন্তানকে এ আশংকায় হত্যা করা যে, তারা তোমার খাদ্যে অংশীদার হবে। আমি বললাম, এরপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, এরপর হচ্ছে তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এ কথার সমর্থনে এ আয়াত নাযিল হয়। "এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না।"

٤٤٠٥ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بْنُ اَبِىْ بَزَّةَ اَنَّهُ سَأَلَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ، فَقَالَ سَعِيْدٌ قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَىَّ ، فَقَالَ هٰذِهِ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا اٰيَةٌ مَدَنِيَّةٌ ، الَّتِىْ فِىْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ *

৪৪০৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... কাসিম ইব্‌ন আবূ বাযযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কেউ কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে ; তবে কি তার জন্য তওবা আছে ? আমি তাঁকে এ আয়াত পাঠ করে শোনালাম وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ "আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না।" সাঈদ (রা) বললেন, তুমি যে আয়াত আমার সামনে পাঠ করলে, আমিও এমনিভাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সামনে এ আয়াত পাঠ করেছিলাম। তখন তিনি বললেন, এ আয়াতটি মক্কী। সূরা নিসার মধ্যের মাদানী আয়াতটি একে রহিত করে দিয়েছে।

٤٤٠٦ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْكُوْفَةِ فِىْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَرَحَلْتُ فِيْهِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَزَلَتْ فِىْ اٰخِرِ مَا نَزَلَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَىْءٌ *

banglainternet.com

৪৪০৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাশ্‌শার মু'মিনের হত্যার ব্যাপারে কূফাবাসী মতভেদ করতে লাগল। আমি (এ ব্যাপারে) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম (এবং তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম)। তখন তিনি বললেন, (মু'মিনের হত্যা

সম্পর্কিত) এ আয়াত সর্বশেষে নাযিল হয়েছে। একে অন্য কিছু রহিত করেনি।

৪৪০৭ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَجَزَؤُهُ جَهَنَّمُ . قَالَ لاَ تَوْبَةَ لَهُ وَعَنْ قَوْلِ جَلَّ ذِكْرُهُ لاَيَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ . قَالَ كَانَتْ هَذِهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ .

৪৪০৭ আদম (র) .... সাঈদ ইব্ন জুবায়ির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَجَزَؤُهُ جَهَنَّمُ (তাদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তার জন্য তওবা নেই। এরপরে আমি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لاَيَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ আয়াত মুশরিকদের ব্যাপারে।[১]

٢٤٧٩. بَابٌ قَوْلُهُ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا *

২৪৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।"

৪৪০৮ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبْزَى سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ . وَقَوْلِهِ : وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ حَتَّى بَلَغَ إِلاَّ مَنْ تَابَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا ، إِلَى قَوْلِهِ: غَفُورًا رَحِيمًا .

৪৪০৮ সা'দ ইব্ন হাফ্স (র).........সাঈদ ইব্ন জুবায়ির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আবযা (রা) বলেন, ইব্ন আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তাকে তার শাস্তি জাহান্নাম" এবং আল্লাহ্র এ বাণী ঃ "এবং আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া, তারা তাকে হত্যা করে না" এবং "কিন্তু যারা তওবা করে" পর্যন্ত, সম্পর্কে।

banglainternet.com

১. জাহিলী যুগের মুশরিকদের সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে।

আমিও তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি জবাবে বললেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল তখন মক্কাবাসী বলল, আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করেছি, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করেছি এবং আমরা অশ্লীল কার্যকলাপ করেছি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।" .... আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু .... পর্যন্ত।

٢٤٨٠. بَابُ قَوْلِهِ اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا *

২৪৮০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তারা নহে, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

٤٤٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَمَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبْزٰى اَنْ اَسْاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الاٰيَتَيْنِ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ ، وَعَنْ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ، قَالَ نَزَلَتْ فِيْ اَهْلِ الشِّرْكِ .

৪৪০৯ আবদান (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্‌যা (রা) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এ দুটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا আমি তাকে (এ আয়াত সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, এ আয়াতকে অন্য কিছু রহিত (মানসূখ) করেনি এবং وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (আব্বাস (রা)) বললেন, এ আয়াত মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

٢٤٨١. بَابُ قَوْلِهِ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا هَلَكَةً *

২৪৮১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য ধ্বংস।" لِزَامًا অর্থ ধ্বংস।

banglainternet.com

٤٤١٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ خَمْسٌ

قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانُ وَالْقَمَرُ وَالرُّوْمُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا هَلاَكًا *

৪৪১০ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি ঘটনা ঘটে গেছে ধূম্রাচ্ছন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, রোমকদের পরাজয়, প্রবলভাবে পাকড়াও এবং ধ্বংসের। لِزَامًا অর্থ ধ্বংস।

سُوْرَةُ الشُّعَرَاءِ

সূরা শু'আরা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : تَبْعَثُوْنَ تَبْنُوْنَ ، هَضِيْمٌ يَتَفَتَّتُ اذا مُسَّ ، مُسَحَّرِيْنَ الْمَسْحُوْرِيْنَ لَيْكَةُ جَمْعُ لَيك وَلاَيْكَةُ جَمْعُ اَيْكَةَ وَهِيَ جَمْعُ شَجَرٍ ، يَوْمِ الظُّلَّةِ اظْلاَلُ الْعَذَابِ اِيَّاهُمْ ، مَوْزُوْنٍ مَعْلُوْمٍ كَالطَّوْدِ الْجَبَلِ ، الشِّرْذِمَةُ طَائِفَةٌ قَلِيْلَةٌ ، فِي السَّاجِدِيْنَ الْمُصَلِّيْنَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ كَأَنَّكُمْ ، الرِّيْعُ الْاَيْفَاعُ مِنَ الْاَرْضِ وَجَمْعُهُ رِيْعَةٌ وَاَرْيَاعٌ وَاحِدُ الرِّيْعَةُ ، مَصَانِعَ كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَ مَصْنَعَةٌ ، فَرِهِيْنَ مَرِحِيْنَ ، فَارِهِيْنَ بِمَعْنَاهُ ، وَيُقَالُ فَارِهِيْنَ حَاذِقِيْنَ ، تَعْثَوْا هُوَ اَشَدُّ الْفَسَادِ ، وَعَاثَ يَعِيْثُ عَيْثًا ، اَلْجِبِلَّةَ الْخَلْقُ ، جُبِلَ خُلِقَ ، وَمِنْهُ جُبُلاً وَجِبِلاً وَجُبْلاً يَعْنِي الْخَلْقَ *

মুজাহিদ (র) বলেন- تَبْعَثُوْنَ তোমরা নির্মাণ করে থাক। هَضِيْمٌ স্পর্শ করা মাত্রই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। الْمُسَحَّرِيْنَ জাদুগ্রস্ত। لَيْكَ وَالْلَيْكَةُ ও اَيْكَةُ الْاَيْكَةُ বহুবচন -অর্থ, বৃক্ষ সমাবেশ। يَوْمِ الظُّلَّةِ অর্থ যেদিনে শাস্তি তাদের আচ্ছাদিত করবে। مَوْزُوْنٍ জ্ঞাত। كَالطَّوْدِ পর্বতের ন্যায়। الشِّرْذِمَةُ ছোট দল। فِي السَّاجِدِيْنَ অর্থাৎ সালাত আদায়কারী। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ যেন তোমরা স্থায়ী থাকবে। الرِّيْعُ যমীনের উঁচু অংশ। এর বহুবচন وَرِيْعَةٌ এবং اَرْيَاعٌ তার একবচন। مَصَانِعَ প্রত্যেক ইমারতকে مَصْنَعَةٌ বলা হয়। فَرِهِيْنَ

banglainternet.com

অহংকারীরা। تَعْثُو বলা হয় দম্ভদের। فَارِهِينَ একই অর্থের। فَارِهِينَ مَامِرِ حَيْنٍ ভয়ঙ্কর ফ্যাসাদ। এটি ي দ্বারাও ব্যবহৃত হয়। যথা- عَاثَ - يَعِيثُ - عَيْثًا। جُبِلَ এর অর্থ- সৃষ্টি করা হয়েছে। الجِبِلَّةُ সৃষ্টি জগত। جُبُلًا - جِبِلًا - جُبْلًا সবগুলোর অর্থ সৃষ্টি।

٢٤٨٢. بَابُ قَوْلِهِ وَلاَتُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ . وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَاى اَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهِ الْغَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ ، اَلْغَبَرَةُ هِيَ الْقَتَرَةُ

২৪৮২. **অনুচ্ছেদ ঃ** আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ 'আমাকে লাঞ্ছিত করো না পুনরুত্থান দিবসে।'

ইবরাহীম ইবন তহমান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতাকে ধূলি-ময়লা অবস্থায় দেখতে পাবেন। الْغَبَرَةُ এর অর্থ ধূলি-ময়লা।

٤٤١١ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَخِي عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقَى اِبْرَاهِيمُ اَبَاهُ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ اِنَّكَ وَعَدْتَنِي اَنْ لاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَيَقُولُ اللهُ : اِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ .

৪৪১১ ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন,(হাশরের ময়দানে ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতার সাক্ষাত পেয়ে (তাকে এ অবস্থায় দেখে) বলবেন, ইয়া রব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি কাফেরদের উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।

٢٤٨٣. بَابُ قَوْلِهِ وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَقْرَبِينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ اَلِنْ جَانِبَكَ

২৪৮৩. **অনুচ্ছেদ ঃ** আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তোমার নিকটের আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও এবং (মু'মিনদের প্রতি) বিনয়ী হও। (اَخْفِضْ جَنَاحَكَ) "তোমার পার্শ্ব নম্র রাখ।"

banglainternet.com

٤٤١٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولاً لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ ؟ قَالُوا نَعَمْ ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا ، قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا ، فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ *

৪৪১২ উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফা (পর্বতে) আরোহণ করলেন এবং ডাকতে লাগলেন, হে বনী ফিহ্‌র! হে বনী আদী ! কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে। অবশেষে তারা একত্রিত হল। যে নিজে আসতে পারল না, সে তার প্রতিনিধি পাঠাল, যাতে দেখতে পায়, ব্যাপার কী ? সেখানে আবূ লাহাব ও কুরাইশগণও আসল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বল তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুসৈন্য উপত্যকায় এসে পড়েছে, তারা তোমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করতে উদ্যত, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে ? তারা বলল, হাঁ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্য পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, "আমি তোমাদের সম্মুখে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি।" আবূ লাহাব (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে) বলল, সারাদিন তোমার উপর ধ্বংস আসুক ! এজন্যই কি তুমি আমাদের একত্র করেছ ? তখন নাযিল হয়, "ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু-হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি।"

٤٤١٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللّٰهُ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ، قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ

banglainternet.com

شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ، وَيَا
صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ لاَ أُغْنِيْ عَنْكِ مِنْ شَيْئًا ، وَيَافَاطِمَةُ بِنْتُ
مُحَمَّدٍ ﷺ سَلِيْنِيْ مَاشِئْتِ مِنْ مَالِيْ لاَأُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا *
تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ *

৪৪১৩ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (তোমার নিকটের আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও) এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায় ! অথবা অনুরূপ বাক্য, নিজেদের কিনে নাও। আমি আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে বনী আব্দ মানাফ ! আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ! আমি আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে তোমার কোনই উপকারে আসব না। হে আল্লাহ্র রাসূলের ফুফু সুফিয়া! আমি তোমার নাজাতের ব্যাপারে কোনই উপকার করতে পারব না। হে মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা চাও নিয়ে যাও, কিন্তু আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে আমি তোমার কোনই উপকারে আসব না। আস্‌বাগ (র) .... ইব্ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

سُوْرَةُ النَّمْلِ

সূরা নম্‌ল

وَالْخَبْءُ مَاخَبَأْتَ ، لاَ قِبَلَ لَهُمْ لاَ طَاقَةَ ، اَلصَّرْحُ كُلُّ مِلاَطٍ اُتُّخِذَ مِنَ
الْقَوَارِيْرِ ، وَالصَّرْحُ الْقَصْرُ وَجَمَاعَتُهُ صُرُوْحٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ سَرِيْرٌ كَرِيْمٌ حُسْنُ الصَّنْعَةِ وَغَلاَءُ الثَّمَنِ مُسْلِمِيْنَ
طَائِعِيْنَ ، رَدِفَ اقْتَرَبَ ، جَامِدَةً قَائِمَةً ، اَوْزِعْنِيْ اجْعَلْنِيْ . وَقَالَ
مُجَاهِدٌ : نَكِّرُوْا غَيِّرُوْا ، وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ يَقُوْلُهُ سُلَيْمَانُ الصَّرْحُ بِرْكَةُ
مَاءٍ ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ قَوَارِيْرَ اَلْبَسَهَا اِيَّاهُ *

banglainternet.com

[১] اَلصَّرْحُ কাচ মিশ্রিত গারা এবং صَرْحٌ প্রাসাদকেও বলা হয়। এর বহুবচন صُرُوْحٌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, وَلَهَا عَرْشٌ তার সিংহাসন অতি সম্মানিত, শিল্প কর্মে উত্তম এবং বহু মূল্য। مِنْ مُسْلِمِيْنَ অনুগত হয়ে। رَدِفَ নিকটবর্তী হয়েছে। جَامِدَةً স্থির। اَوْزِعْنِىْ আমাকে করে দাও। মুজাহিদ (র) বলেন, نَكِّرُوْا পরিবর্তন করে দাও। وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ (আমাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে) একথা সুলায়মান (আ) বলেন, اَلْخَبْءُ যা তুমি গোপন কর। لاَ قِبَلَ لَهُمْ তাদের কোন শক্তি নেই। وَالصَّرْحُ পানির একটি হাউস। সুলায়মান (আ) সেটি কাচ দ্বারা আবৃত করে দিয়েছিলেন।

سُوْرَةُ الْقَصَصِ

সূরা কাসাস

يُقَالُ اِلاَّ وَجْهَهُ اِلاَّ مُلْكَهُ ، وَيُقَالُ اِلاَّ مَا اُرِيْدَ بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الاَنْبَاءُ الْحُجَجُ

বলা হয়, اِلاَّ وَجْهَهُ। তার রাজত্ব ব্যতীত এবং এ-ও বলা হয়, যে কার্যাবলী দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য, তা ব্যতীত (সবই ধ্বংস হবে)। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلاَنْبَاءُ অর্থ প্রমাণাদি।

٢٤٨٤. بَابُ قَوْلُهُ اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَشَاءُ

২৪৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তুমি যাকে ভালবাস ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।"

٤٤١٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَقَالَ اَىْ عَمِّ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ

banglainternet.com

১. অট্টালিকার ইট-পাথরের গাঁথুনি ও প্রয়োজনীয় উপাদান।

الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيْدَانِهِ، بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتّٰى قَالَ أَبُوْ طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبٰى أَنْ يَقُوْلَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ. وَأَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْ أَبِيْ طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ * قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُوْلِي الْقُوَّةِ لَا يَرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ، لَتَنُوْءُ لَتُثْقِلُ، فَارِغًا إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوْسٰى، الْفَرِحِيْنَ الْمَرِحِيْنَ، قُصِّيْهِ اتَّبِعِيْ أَثَرَهُ، وَقَدْ يَكُوْنُ أَنْ يَقُصَّ الْكَلَامَ، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ عَنْ جُنُبٍ عَنْ بُعْدٍ عَنْ جَنَابَةٍ وَاحِدٌ وَعَنْ اجْتِنَابٍ أَيْضًا، نَبْطِشُ، وَنَبْطُشُ يَأْتَمِرُوْنَ يَتَشَاوَرُوْنَ، الْعُدْوَانُ وَالْعَدَاءُ وَالتَّعَدِّيْ وَاحِدٌ، آنَسَ أَبْصَرَ، الْجِذْوَةُ قِطْعَةٌ غَلِيْظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيْهَا لَهَبٌ، وَالشِّهَابُ فِيْهِ لَهَبٌ، وَالْحَيَّاتُ أَجْنَاسٌ الْجَانُّ وَالْأَفَاعِيْ وَالْأَسَاوِدُ، رِدْءًا مُعِيْنًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُصَدِّقُنِيْ. وَقَالَ غَيْرُهُ سَنَشُدُّ سَنُعِيْنُكَ، كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا، مَقْبُوْحِيْنَ مُهْلَكِيْنَ، وَصَّلْنَا بَيَّنَّاهُ وَأَتْمَمْنَاهُ، يُجْبٰى يُجْلَبُ، بَطِرَتْ أَشِرَتْ، فِيْ أُمِّهَا رَسُوْلًا، أُمُّ الْقُرٰى مَكَّةُ وَمَا حَوْلَهَا، تُكِنُّ تُخْفِيْ، أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ أَخْفَيْتُهُ، وَكَنَنْتُهُ خَفَيْتُهُ وَأَظْهَرْتُهُ وَيْكَ أَنَّ اللّٰهَ مِثْلُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، يُوَسِّعُ عَلَيْهِ، وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ *

banglainternet.com

৪৪১৪ আবুল ইয়ামান (র)......... মুসাইয়াব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবূ তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে আসলেন। তিনি সেখানে আবূ জাহ্ল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরাকে উপস্থিত পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে চাচা! আপনি বলুন "লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।" এ 'কালেমা' দ্বারা আমি আপনার জন্য (কিয়ামতে) আল্লাহ্‌র কাছে (আপনার মুক্তির) দাবি করতে পারব। আবূ জাহ্ল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমাইয়া বলল, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ছেড়ে দেবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারবার তার কাছে এ 'কালেমা' পেশ করতে লাগলেন। আর তারা সে উক্তি বারবার করতে থাকল। অবশেষে আবূ তালিব তাঁদের সঙ্গে সর্বশেষে এ কথা বললেন, আমি 'আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি, এবং কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" পাঠ করতে অস্বীকার করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম। আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকব। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, নবী ও মু'মিনদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা আবূ তালিব সম্পর্কে নাযিল করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, "তুমি যাকে ভালবাস (ইচ্ছা করলেই) তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।"

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন أُولِى الْقُوَّةِ লোকের একটি দল সে চাবিগুলো বহন করতে সক্ষম ছিল না। لَتَنُوْءُ বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল। فَارِغًا মূসা (আ)-এর স্মরণ ছাড়া সব কিছু থেকে খালি ছিল। الْفَرِحِيْنَ। দম্ভকারিগণ! قُصِّيْهِ তার চিহ্ন অনুসরণ কর। কথার বর্ণনা অর্থেও প্রয়োগ হয়। نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ عَنْ جُنُبٍ এখানে جُنُبٍ অর্থ দূর থেকে। عَنْ اجْتِنَابٍ عَنْ جَنَابَةٍ এর অর্থ একই। نَبْطِشُ نَبْطُشُ উভয়ই পড়া হয়। يَأْتَمِرُوْنَ পরস্পর পরামর্শ করছে। وَالتَّعَدِّى الْعَدَاءُ – وَاعَدْوَانُ – একই অর্থে, সীমা অতিক্রম করা। انس দেখা الْجَذْوَةُ কাঠের মোটা টুকরা যাতে শিখা নেই। الشِّهَابُ যাতে শিখা আছে। الْحَيَّاتُ বহু প্রকার সাপ ; যেমন, চিকন জাতি, অজগর, কালনাগ (ইত্যাদি) رِدْاً সাহায্যকার। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, يُصَدِّقُنِى (তিনি قاف-কে পেশ দিয়ে পড়েন। অন্য থেকে বর্ণিত سَنَشُدُّ আমরা শীঘ্র তোমাকে সাহায্য করব। যখন তুমি কোন জিনিসকে শক্তিশালী করলে, তখন তুমি যেন তার জন্য বাহুবল প্রদান করলে। যখন আরবগণ কাউকে সাহায্য করেন তখন বলে থাকেন جَعَلْتُ لَهُ عَضُدًا (বাহুবল প্রদান করলে) مَقْبُوحِيْنَ ধ্বংসপ্রাপ্ত। وَصَّلْنَا আমি তা বর্ণনা করেছি ; আমি তা পূর্ণ করেছি। يُجْبَى আমদানি করা হয়। بَطِرَتْ দম্ভ করল। أُمُّ الْقُرٰى – امها رسولا মক্কা এবং তার চতুর্দিককে বলা হয়। تُكِنُّ গোপন করছ। আরবগণ বলে থাকেন أَكْنَنْتُ الشَّىْءَ আমি তা গোপন করেছি। كَنَنْتُهُ এর অর্থও আমি তা লুকিয়েছি ; আমি প্রকাশ করেছি। وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ – أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ সমার্থক (তুমি কি দেখনি?) يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ شَاءُ وَيَقْدِرُ আল্লাহ্ যার জন্য চান খাদ্য প্রসারিত করে দেন, আর যার থেকে চান সংকুচিত করে দেন।

২৪৮৫. بَابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ

banglainternet.com

২৪৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান।"

٤٤١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

الْعُصْفُرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، قَالَ إِلَى مَكَّةَ *

৪৪১৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ এর অর্থ মক্কার দিকে।

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ

সূরা আন্‌কাবূত

قَالَ مُجَاهِدٌ: وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ضَلَلَةً فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ، عَلِمَ اللّٰهُ ذٰلِكَ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَلِيَمِيْزَ اللّٰهُ، كَقَوْلِهِ: لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ، أَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ أَوْزَارِهِمْ *

মুজাহিদ বলেছেন, وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ অর্থাৎ পথভ্রষ্ট। فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ আল্লাহ্ আগে থেকেই তা জানতেন। এইখানে ব্যবহার হয়েছে فَلِيَمِيْزَ اللّٰهُ (যেন আল্লাহ্ তা'আলা চিহ্নিত করেন)-এর অর্থে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ، أَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ (যেন আল্লাহ্ তা'আলা খবীছকে পৃথক করেছেন) অর্থাৎ তাদের অপরাধের সাথে।

سُوْرَةُ الرُّوْمِ

সূরা রূম

فَلاَ يَرْبُوْ مَنْ أَعْطَى يَبْتَغِيْ أَفْضَلَ فَلاَ أَجْرَ لَهُ فِيْهَا قَالَ مُجَاهِدٌ يُحْبَرُوْنَ يُنَعَّمُوْنَ، فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ يُسَوُّوْنَ الْمَضَاجِعَ، الْوَدْقُ الْمَطَرُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فِي الْآلِهَةِ وَفِيْهِ تَخَافُوْنَهُمْ أَنْ يَرِثُوْكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يَصَّدَّعُوْنَ يَتَفَرَّقُوْنَ فَاصْدَعْ وَقَالَ غَيْرُهُ ضُعْفٌ وَضَعْفٌ لُغَتَانِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ السُّوْأَى

banglainternet.com

الْإِسَاءَةُ جَزَاءُ الْمُسِيئِينَ *

فَلَا يَرْبُوا অর্থাৎ যে এ আশায় দান করে যে, এর চেয়ে উত্তম বিনিময় পাবে, এতে তার কোন সওয়াব নেই। মুজাহিদ (র) বলেন, يُحْبَرُونَ তারা নিয়ামত প্রাপ্ত হবে। فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ অর্থাৎ তাদের বিশ্রাম স্থল তৈরি করছে। الْوَدْقُ বৃষ্টি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ এ আয়াত আল্লাহ্ সম্পর্কে। تَخَافُونَهُمْ তোমরা কি পসন্দ কর যে, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদের অংশীদার হোক, যেমন তোমরা পরস্পরের উত্তরাধিকার হও। يَصَّدَّعُونَ পৃথক পৃথক হয়ে যাবে। فَاصْدَعْ স্পষ্ট বর্ণনা কর। ইব্‌ন আব্বাস ছাড়া অন্যে বলেন, ضُعْفٌ এবং ضَعْفٌ উভয়ের অর্থ একই। মুজাহিদ (র) বলেন, السُّوأَى এবং الْإِسَاءَةُ এর অর্থ অপরাধীকে যথাযোগ্য শাস্তি দেয়া।

٤٤١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ فَقَالَ يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ ، يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَفَزِعْنَا فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَغَضِبَ ، فَجَلَسَ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ وَأَنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ ، فَقَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ، إِلَى قَوْلِهِ عَائِدُونَ أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ ،

banglainternet.com

وَلِزَامًا يَوْمَ بَدْرٍ ، الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ، اِلٰى سَيَغْلِبُوْنَ ، وَالرُّوْمُ قَدْ مَضٰى .

৪৪১৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কিন্দাবাসীদের সামনে বলছিল, কিয়ামতের দিন ধোঁয়া আসবে এবং মুনাফিকদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেবে। এ কথা শুনে আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। এরপর আমি ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট এলাম। তখন তিনি তাকিয়ায় ঠেস লাগিয়ে বসেছিলেন। (এ সব ঘটনা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, যার জানা আছে সে যেন তা বলে, আর যে না জানে সে যেন বলে, আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। জ্ঞানের মধ্যে এটাও একটা জ্ঞান যে, যার যে বিষয় জানা নেই সে বলবে "আমি এ বিষয়ে জানি না।" আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে বলেছেন, হে নবী! আপনি বলুন, "আমি আল্লাহ্‌র দীনের দিকে আহবানের জন্য তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। কুরাইশগণ ইসলাম গ্রহণে দেরী করতে লাগল, সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য বদদোয়া করেন। "হে আল্লাহ্! আপনি তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় সাত বছর (দুর্ভিক্ষ) দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।" তারপর তারা এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত হলো যে, তারা তাতে ধ্বংস হয়ে গেল এবং মৃত জন্তু ও তার হাড় খেতে বাধ্য হলো। তারা (দুর্ভিক্ষের দরুন) আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ধোঁয়ার মত দেখতে পেল। তারপর আবূ সুফিয়ান তাঁর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ও তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছ; অথচ তোমার গোত্রের লোকেরা এখন ধ্বংস হয়ে গেল। সুতরাং আমাদের (এ দুর্ভিক্ষ থেকে) বাঁচার জন্য দোয়া কর। তখন তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ . اِلٰى قَوْلِهٖ عَائِدُوْنَ "অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ ....।" তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। অবশেষে দুর্ভিক্ষের অবসান হলো কিন্তু তারা কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এদের উদ্দেশ্যেই নাযিল করলেন, যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করব। اَلْبَطْشَةَ এবং لِزَامًا দ্বারা বদরের যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আলিফ, লাম, মীম। রোমকগণ পরাজিত হয়েছে। .... এবং পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। রোমকগণের ঘটনা অতিবাহিত হয়ে গেছে।

٢٤٨٦. بَابُ قَوْلُهُ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ لِدِيْنِ اللّٰهِ ، خَلْقُ الْاَوَّلِيْنَ دِيْنُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْفِطْرَةُ الْاِسْلَامُ *

২৪৮৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : "আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোনই পরিবর্তন নেই।" خَلْقِ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র সৃষ্টি) এর অর্থ-আল্লাহ্‌র দীন। যেমন خَلْقُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ دِيْنُ الْاَوَّلِيْنَ পূর্ববর্তীদের দীন। الْفِطْرَةُ ইসলাম।

banglainternet.com

٤٤١٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ *

৪৪১৭ আব্দান (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সকল মানব শিশুই ফিত্‌রাত (ইসলাম)-এর ওপর জন্ম গ্রহণ করে। তারপর তার পিতা ও মাতা তাকে ইহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিউপাসক বানিয়ে দেয়। যেমন জানোয়ার পূর্ণ বাচ্চার জন্ম দেয়। তোমরা কি তার মধ্যে কোন ত্রুটি পাও? পরে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। (আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর) যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এ-ই সরল দীন।

سُوْرَةُ لُقْمَانَ

সূরা লুক্‌মান

٢٤٨٧. بَابُ قَوْلِهٖ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

২৪৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ "আল্লাহ্‌র কোন শরীক করো না। নিশ্চয়ই শির্‌ক চরম জুলুম।"

٤٤١٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالُوْا اَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ اِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ اَلَا تَسْمَعُ اِلٰى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهٖ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

banglainternet.com

৪৪১৮ কুতায়বা ইব্‌ন সা'দ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল (আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি। এটি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবাদের উপর খুবই কঠিন (ভারী) মনে হল ; তখন তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তারা তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ আয়াত দ্বারা এ অর্থ বোঝানো হয়নি। তোমরা লুকমানের বাণী, যা তিনি তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ শিরক করা বড় জুলুম, তা কি শোননি ?

۲٤٨٨. بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

২৪৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁরই কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান (অর্থাৎ কখন ঘটবে)।"

٤٤١٩ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْ حَيَّانَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ اِذْ اَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِيْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ الْاِيْمَانُ : اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُوْلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْاٰخِرِ، قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْلَامُ ؟ قَالَ الْاِسْلَامُ : اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِحْسَانُ ؟ قَالَ الْاِحْسَانُ : اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ مَا الْمَسْؤُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلٰكِنْ سَاُحَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْاَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا ، وَاِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِيْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ : اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي الْاَرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُّوْا عَلَيَّ فَاَخَذُوْا لِيَرُدُّوْا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ *

banglainternet.com

৪৪১৯ ইসহাক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের

সাথে বসেছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঈমান কী ? তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌তে ঈমান আনবে এবং তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনবে এবং (কিয়ামতে) আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ ও পুনরুত্থানের ওপর ঈমান আনবে।" লোকটি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইসলামী কী ? তিনি বললেন, ইসলাম (হল) আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না এবং সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত দিবে ও রমযানের সিয়াম পালন করবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইহ্‌সান কী? তিনি বললেন, ইহ্‌সান হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইবাদত এমন একাগ্রতার সাথে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে (মনে করবে) আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন। লোকটি আরও জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে বেশি জানে না। তবে আমি তোমার কাছে এর (কিয়ামতের) কতগুলো লক্ষণ বলছি। তা হল, যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, এটা তার (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার) একটি নিদর্শন। আর যখন দেখবে, নগ্নপদ ও নগ্নদেহ লোকেরা মানুষের নেতা হবে, এও তার একটি লক্ষণ। এটি ঐ পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেন না : (১) 'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে। (২) তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করান, (৩) তাঁরই জ্ঞানে রয়েছে, মাতৃগর্ভে কি আছে। এরপরে সে লোকটি চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। সাহাবাগণ তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পাননি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তিনি জিবরাঈল, লোকদের তাদের দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন।

٤٤٢٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأَ : إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ *

৪৪২০ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, গায়েবের[১] চাবি পাঁচটি। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন : কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে।

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ

সূরা সাজ্‌দা

banglainternet.com

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَهِينٍ ضَعِيفٍ ، نُطْفَةُ الرَّجُلِ ، ضَلَلْنَا هَلَكْنَا . وَقَالَ ابْنُ

১. অদৃশ্য : দৃষ্টির অন্তরালের বস্তু, যা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত যেমন, আল্লাহ্, ফেরেশতা, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি।

عَبَّاسٍ الْجُرُزُ الَّتِيْ لاَتُمْطَرُ اِلاَّ مَطَرًا لاَ يُغْنِيْ عَنْهَا شَيْئًا نَهْدِ نُبَيِّنْ ‎.

মুজাহিদ (র) বলেন, مَهِيْنٍ দুর্বল অর্থাৎ পুরুষের শুক্র। ضَلَلْنَا আমরা ধ্বংস হয়েছি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, الْجُرُزُ ঐ মাটি যেখানে এত সামান্য বৃষ্টি হয়, যাতে তার কোন উপকারে আসে না। نَهْدِ তাকে সঠিক পথ বলে দিয়েছি।

২৪৮৯. بَابُ قَوْلُهُ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ

২৪৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ "কেউই জানে না, তাদের জন্য কি লুকায়িত রয়েছে।"

٤٤٢١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : اَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ * قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ مِثْلَهُ قِيْلَ لِسُفْيَانَ رِوَايَةً قَالَ فَأَيُّ شَيْءٍ * قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ قَرَأَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قُرَّاتٍ *

৪৪২১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব সামগ্রী তৈরি করে রেখেছি, যা কোন নয়ন দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন অন্তকরণের চিন্তায় আসেনি। আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, তোমরা চাইলে (প্রমাণ স্বরূপ) এ আয়াত তিলাওয়াত কর ঃ কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন শীতলকারী কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে।

সুফিয়ান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। আবূ সুফিয়ান (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, তা নয়তো কি?

banglainternet.com

আবূ মু'আবীয়া (র) .... আবূ সালিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (রা) قُرَّاتٍ "আলিফ" এবং লম্বা 'তা' সহ) পাঠ করেছিলেন।

٤٤٢٢ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَاعَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ، ذُخْرًا بَلْهَ مَا اُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ *

৪৪২২ ইসহাক ইব্‌ন নাস্‌র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস তৈরি করে রেখেছি, সঞ্চিতরূপে যা কোন নয়ন দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন ব্যক্তির মনেও তার কল্পনা সৃষ্টি হয়নি। আর যা তোমাদের অবহিত করা হয়েছে, তা ছাড়া। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন, কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন শীতলকারী কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ

সূরা আহ্‌যাব

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَيَاصِيْهِمْ قُصُوْرِهِمْ *

মুজাহিদ (র) বলেন, صَيَاصِيْهِمْ তাদের মহল।

٤٤٢٣ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ مُؤْمِنٍ اِلَّا وَاَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، اِقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ : اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ، فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوْا ، فَاِنْ تَرَكَ دَيْنًا ، اَوْ ضَيَاعًا فَلْيَاْتِنِيْ وَاَنَا مَوْلَاهُ .

banglainternet.com

৪৪২৩ ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল মুন্‌যির (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দুনিয়া ও আখিরাতে সকল মু'মিনের জন্য আমিই ঘনিষ্ঠতম। তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াত পাঠ করতে পার।
"নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের চাইতে বেশি ঘনিষ্ঠ।" সুতরাং কোন মু'মিন কোন মাল-সম্পদ রেখে গেলে তার নিকটআত্মীয় সে যে-ই হোক, হবে তার উত্তরাধিকারী, আর যদি ঋণ অথবা অসহায় সন্তানাদি রেখে যায় সে যেন আমার কাছে আসে, আমি তার অভিভাবক।

٢٤٩٠. بَابُ قَوْلِهِ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

২৪৯০. **অনুচ্ছেদ** ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ "তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক।"

٤٤٢٤ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدَ ابْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .

৪৪২৪ মুয়াল্লা ইব্‌ন আসাদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম যায়িদ ইব্‌ন হারিসাকে আমরা "যায়িদ ইব্‌ন মুহাম্মদ-ই" ডাকতাম, যে পর্যন্ত না এ আয়াত নাযিল হয়। তোমরা তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটিই অধিক ন্যায়সংগত।

٢٤٩١. بَابُ قَوْلِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً نَحْبَهُ عَهْدَهُ ، أَقْطَارِهَا جَوَانِبِهَا ، الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا لَأَعْطَوْهَا

২৪৯১. **অনুচ্ছেদ** ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً "তাদের কেউ কেউ তার অঙ্গীকার পূরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাতে কোন পরিবর্তন করেনি।" نَحْبَهُ তার অঙ্গীকার। أَقْطَارِهَا তার পার্শ্বসমূহ। الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا তারা তা গ্রহণ করত।

٤٤٢٥ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُرَى هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ *

banglainternet.com

৪৪২৫ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মনে করি, এ আয়াত আনাস ইব্‌ন নায্‌র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। "মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।"

٤٤٢٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا نَسَخْنَا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَقَدْتُ اٰيَةً مِنْ سُوْرَةِ الْاَحْزَابِ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا لَمْ اَجِدْهَا مَعَ اَحَدٍ اِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ الَّذِيْ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ .

৪৪২৬ আবুল ইয়ামান (র) .... যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন সহীফা থেকে কুরআন লিপিবদ্ধ করছিলাম তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত অবিদ্যমান পেলাম, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে (অধিক পরিমাণ) তিলাওয়াত করতে শুনেছি। (অবশেষে) সেটি খুযায়মা আনসারী ব্যতীত অন্য কারও কাছে পেলাম না; যার সাক্ষী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'জন পুরুষ সাক্ষীর সমান গণ্য করেছেন। (আয়াতটি হল) مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ

٢٤٩٢. بَابُ قَوْلِهٖ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ، اَلتَّبَرُّجُ اَنْ تُخْرِجَ مَحَاسِنَهَا ، سُنَّةَ اللّٰهِ اسْتَنَّهَا جَعَلَهَا

২৪৯২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ .... سَرَاحًا جَمِيْلًا

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন : তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দেই।" اَلتَّبَرُّجُ আপন সৌন্দর্য প্রকাশ করা। سُنَّةَ اللّٰهِ যে নীতি আল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন।

٤٤٢٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهَا حِيْنَ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ يُخَيِّرَ اَزْوَاجَهٗ ،

banglainternet.com

فَبَدَأَ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكَ اَمْرًا فَلاَ عَلَيْكَ اَنْ
تَسْتَعْجِلِيْ حَتّٰى تَسْتَأْمِرِيْ اَبَوَيْكِ وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَاْمُرَانِيْ
بِفِرَاقِهٖ ، قَالَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ : يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِلٰى
تَمَامِ الْاٰيَتَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهٗ فَفِيْ اَيِّ هٰذَا اَسْتَاْمِرُ اَبَوَيَّ فَاِنِّيْ اُرِيْدُ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ .

৪৪২৭ আবুল ইয়ামান (র) .... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে এলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সহধর্মিণীগণের ইখতিয়ার দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন,[১] তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রথম আমাকে দিয়ে শুরু করলেন এবং বললেন, আমি তোমার কাছে একটি কথা উল্লেখ করছি। তাড়াহুড়ো না করে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে উত্তর দেবে। তিনি এ কথা ভালভাবেই জানতেন যে, আমার আব্বা-আম্মা তাঁর (রাসূল) ﷺ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ কখনও দিবেন না। আয়েশা (রা) বলেন, (আমাকে এ কথা বলার পর) তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, আল্লাহ্ বলছেন, "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন। তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর ......। তখন আমি তাঁকে বললাম, তাতে আমার আব্বা-আম্মা থেকে পরামর্শ নেবার কী আছে? আমি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের জীবনই চাই।

২৪৯৩. بَابُ قَوْلِهٖ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا . وَقَالَ قَتَادَةُ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ
بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ وَالْحِكْمَةِ وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِيْ
يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ
عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا اُمِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَخْيِيْرِ
اَزْوَاجِهٖ بَدَاَ بِيْ فَقَالَ اِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ اَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لاَ تَعْجَلِيْ ، حَتّٰى
تَسْتَاْمِرِيْ اَبَوَيْكِ ، قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَاْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهٖ ،
قَالَتْ ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ جَلَّ ثَنَاؤُهٗ قَالَ : يَاَيُّهَا النَّبِيُّ ﷺ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ
كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا اِلٰى اَجْرًا عَظِيْمًا قَالَتْ فَقُلْتُ فَفِيْ

banglainternet.com

১. খায়বারের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু আর্থিক অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানান। এতে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ ঘটনার দিকেই এর ইঙ্গিত।

اَىَّ هٰذَا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَىَّ ، فَاِنِّى اُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ ، قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ * تَابَعَهُ مُوْسٰى بْنُ اَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاَبُوْ سُفْيَانَ الْمَعْمَرِىُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

২৪৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ আর যদি তোমরা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও আখিরাতের জীবন কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

কাতাদাহ (রা) বলেন, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ এর মধ্যে "اٰيٰت" দ্বারা কুরআন, সুন্নাত এবং হিকমত বোঝানো হয়েছে। লাইস (র) .... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর সহধর্মিণীদের ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি প্রথমে আমাকে বললেন, তোমাকে একটি বিষয় সম্পর্কে বলব। তাড়াহুড়ো না করে তুমি তোমার আব্বা ও আম্মার সঙ্গে পরামর্শ করে নিবে। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি অবশ্যই জানতেন, আমার আব্বা-আম্মা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলবেন না। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ ﷺ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا اِلٰى اَجْرًا عَظِيْمًا "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর ...... মহা প্রতিদান পর্যন্ত। আয়েশা (রা) বলেন, এর মধ্যে আমার আব্বা-আম্মার সাথে পরামর্শের কী আছে? আমি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের জীবন চাই। আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ-এর অন্যান্য সহধর্মিণী আমার অনুরূপ জবাব দিলেন।

٢٤٩٤. بَابُ قَوْلِهِ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ

২৪৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ .... اَنْ تَخْشَاهُ "তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন কর, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত।

banglainternet.com

٤٤٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ :

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ، نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .

৪৪২৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) .... "আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ "(তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন।)" জয়নব বিনতে জাহ্‌শ এবং যায়িদ ইব্‌ন হারিসা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

٢٤٩٥ بَابُ قَوْلُهُ : تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُرْجِيْ تُوَخِّرُ ، اَرْجِئْهُ اَخِّرْهُ .

২৪৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ...... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ "তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে স্থান দিতে পার। আর তুমি যাকে দূরে রেখেছ, তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই।" ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, تُرْجِيْ দূরে রাখতে পার। اَرْجِئْهُ তাকে দূরে সরিয়ে দাও, অবকাশ দাও।

٤٤٢٩ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغَارُ عَلَى اللاَّتِيْ وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاَقُوْلُ اَتَهَبُ الْمَرْاَةُ نَفْسَهَا ، فَلَمَّا اَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ، قُلْتُ مَا اَرٰى رَبَّكَ اِلاَّ يُسَارِعُ فِيْ هَوَاكَ *

৪৪২৯ যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব মহিলা নিজকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হেবাস্বরূপ ন্যস্ত করে দেন, তাদের আমি ঘৃণা করতাম। আমি (মনে মনে) বলতাম, মহিলারা কি নিজেকে অর্পণ করতে পারে? এরপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আপনার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন। আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই।"

banglainternet.com

তখন আমি বললাম, আমি দেখছি যে, আপনার রব আপনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই দ্রুত পূরণ করেন।

٤٤٣٠. حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِىْ يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ اَنْ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ ؟ قَالَتْ كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُ اِنْ كَانَ ذَاكَ اِلَىَّ فَاِنِّىْ لَا اُرِيْدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ اُوْثِرَ عَلَيْكَ اَحَدًا ، تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ سَمِعَ عَاصِمًا .

৪৪৩০ হাব্বান ইব্‌ন মূসা (র) মু'আয (র) সূত্রে .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্ত্রীদের সঙ্গে অবস্থানের পালার ব্যাপারে আমাদের থেকে অনুমতি চাইতেন এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরও, "আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট হতে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনর নিকট স্থান দিতে পারেন এবং আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই।" এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মু'আয বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এর উত্তরে কি বলতেন ? তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতাম, এ বিষয়ের অধিকার যদি আমার থেকে থাকে তাহলে আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার ব্যাপারে কাউকে অগ্রাধিকার দিতে চাইনে। আব্বাদ বিন আব্বাদ 'আসিম থেকে অনুরূপ শুনেছেন ।

٢٤٩٦. بَابُ قَوْلِهِ لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ ﷺ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ ﷺ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْاَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٖ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا . يُقَالُ اِنَاهُ اِدْرَاكُهُ ، اَنٰى يَأْنِىْ اَنَاةً لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا : اِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ الْمُؤَنَّثِ قُلْتَ قَرِيْبَةً ، وَاِذَا

banglainternet.com

جَعَلْتَهُ ظَرْفًا وَبَدَلاً ، وَلَمْ تُرِدِ الصِّفَةَ ، نَزَعْتَ الْهَاءَ مِنَ الْمُؤَنَّثِ ، وَكَذٰلِكَ لَفْظُهَا فِي الْوَاحِدِ وَالاِثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ لِلذَّكَرِ وَالأُنْثَى *

২৪৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ .... عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا "(হে মু'মিনগণ!) তোমাদের অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে আহারের জন্য নবীর গৃহে প্রবেশ করবে না; বরং যখন তোমাদের ডাকা হয় তখন তোমরা প্রবেশ করবে। আহারের শেষে তোমরা চলে যাবে, তোমরা পরস্পর আলাপ-আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়বে না, কারণ তোমাদের এ আচরণ নবীকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচবোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরালে থেকে চাবে, এ বিধান তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তার পত্নীদের বিয়ে করা কখনও সঙ্গত নহে। আল্লাহ্র কাছে এটি গুরুতর অপরাধ।" বলা হয় إِنَاهُ খাদ্য পরিপাক হওয়া। এটা أَنَى - يَأْنِي - أَنَاةً থেকে গঠিত। لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا সম্ভবত কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। যদি তুমি الْمُؤَنَّث হিসেবে ব্যবহার কর, তবে قَرِيْبَةً বলবে। আর যদি صِفَت না ধর ظَرْف বা بَدَل হিসাবে ব্যবহার কর তবে 'তা' নিয়ে সংযোগ করবে না। তদ্রূপ এ শব্দটি একবচন, দ্বি-বচন, বহুবচন এবং مُذَكَّر ، الْمُؤَنَّث সব ক্ষেত্রেই একবচন রূপে ব্যবহৃত হবে।

٤٤٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحِجَابِ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةَ الْحِجَابِ *

৪৪৩১ মুসাদ্দাদ (র) .... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কাছে ভাল ও মন্দ লোক আসে। আপনি যদি উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের ব্যাপারে পর্দার আদেশ দিতেন (তবে ভাল হত) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন।

٤٤٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرُّقَاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا أَبُوْ مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ

banglainternet.com

لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوْا ، فَانْطَلَقْتُ ، فَجِئْتُ ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوْا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ الْآيَةَ *

[৪৪৩২] মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ রকাশী (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জয়নাব বিন্ত জাহ্শ্কে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিয়ে করেন, তখন তিনি লোকদের দাওয়াত দিলেন। লোকেরা আহারের পর বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। তিনি উঠে যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, কিন্তু লোকেরা উঠছিল না। এ অবস্থা দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি উঠে যাওয়ার পর যারা উঠবার তারা উঠে গেল। কিন্তু তিন ব্যক্তি বসেই রইল। নবী ﷺ ঘরে প্রবেশের জন্য ফিরে এসে দেখেন, তারা তখনও বসে রয়েছে (তাই হুযুর (স) চলে গেলেন)। এরপর তারাও উঠে গেল। আমি গিয়ে নবী ﷺ -কে তাদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলাম। তারপর তিনি এসে প্রবেশ করলেন। এরপরও আমি প্রবেশ করতে চাইলে তিনি আমার ও তার মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ ﷺ "হে মু'মিনগণ ! তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না.......... শেষ পর্যন্ত।

[٤٤٣٣] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهٰذِهِ الْآيَةِ الْحِجَابِ لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا ، وَدَعَا الْقَوْمَ فَقَعَدُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ قُعُوْدٌ يَتَحَدَّثُوْنَ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَضُرِبَ الْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ *

[৪৪৩৩] সুলায়মান ইব্ন হারব (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পর্দার আয়াত সম্পর্কে লোকদের চেয়ে বেশি জানি। যখন নবী ﷺ -এর নিকট যয়নাবকে বাসর যাপনের জন্য পাঠানো হয় এবং তিনি তাঁর ঘরে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাবার তৈরি করে লোকদের দাওয়াত দিলেন। তারা (খাওয়ার পর) বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাইরে

banglainternet.com

গিয়ে আবার ঘরে ফিরে এলেন, তখনও তারা বসে আলাপ-আলোচনা করছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন। "হে মু'মিনগণ, তোমাদের অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে আহারের জন্য নবী ﷺ -এর গৃহে প্রবেশ করবে না।" .... পর্দার আড়াল থেকে' পর্যন্ত। এরপর পর্দার বিধান কার্যকর হল এবং লোকেরা চলে গেল।

٤٤٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بُنِىَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ فَأُرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَجِئُ قَوْمٌ فَيَاكُلُوْنَ وَيَخْرُجُوْنَ ثُمَّ يَجِئُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُوْنَ وَيَخْرُجُوْنَ فَدَعَوْتُ حَتّٰى مَا اَجِدُ اَحَدًا اَدْعُوْ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا اَجِدُ اَحَدًا اَدْعُوْهُ ، قَالَ اَرْفَعُوْا طَعَامَكُمْ ، وَبَقِىَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُوْنَ فِى الْبَيْتِ ، فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَانْطَلَقَ اِلٰى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ، كَيْفَ وَجَدْتَ اَهْلَكَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ ، فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ ، كُلُّهِنَّ يَقُوْلُ لَهُنَّ كَمَا يَقُوْلُ عَائِشَةَ ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِذَا ثَلاَثَةٌ مِنْ رَهْطٍ فِى الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُوْنَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ شَدِيْدَ الْحَيَاءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا اَدْرِىْ اَخْبَرْتُهُ اَوْ اُخْبِرَ اَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوْا فَرَجَعَ حَتّٰى اِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِىْ اُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَاُخْرٰى خَارِجَةً اَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ ، وَاُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ *

৪৪৩৪ আবূ মা'আমার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জয়নাব বিনত জাহ্শের বাসর যাপন উপলক্ষে নবী ﷺ কিছু রুটি-গোশ্তের ব্যবস্থা করলেন। তারপর খানা খাওয়াবার জন্য আমাকে লোকদের ডেকে আনতে পাঠালেন। একদল লোক এসে খেয়ে বের হয়ে গেল। তারপর আর একদল এসে খেয়ে বের হয়ে গেল। এরপর আবার আমি ডাকতে গেলাম; কিন্তু কাউকে আর ডেকে পেলাম না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আর কাউকে ডেকে পাচ্ছি না। তিনি বললেন, খানা উঠিয়ে নাও। তখন তিন ব্যক্তি ঘরে রয়ে গেল, তারা কথাবার্তা বলছিল। তখন নবী ﷺ বের হয়ে আয়েশা

banglainternet.com

(রা)-এর হুজরার দিকে গেলেন এবং বললেন, আস্‌সালামু আলায়কুম ইয়া আহলাল বায়ত ওয়া রহমাতুল্লাহ্! আয়েশা (রা) বললেন, ওয়া আলায়কা ওয়া রাহমাতুল্লাহ্। আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দিন, আপনার স্ত্রীকে কেমন পেলেন? এভাবে তিনি পর্যায়ক্রমে সব স্ত্রীর হুজরায় গেলেন এবং আয়েশাকে যেমন বলেছিলেন তাদেরও অনুরূপ বললেন। আর তাঁরা তাঁকে সে জবাবই দিয়েছিলেন, যেমন আয়েশা (রা) দিয়েছিলেন। তারপর নবী ﷺ ফিরে এসে সে তিন ব্যক্তিকেই ঘরে আলাপরত দেখতে পেলেন। নবী ﷺ খুব লাজুক ছিলেন। (তাই তাদের দেখে লজ্জা পেয়ে) আবার আয়েশা (রা)-এর হুজরার দিকে গেলেন। তখন, আমি স্মরণ করতে পারছি না, অন্য কেউ না আমি তাকে লোকদের বের হয়ে যাওয়ার খবর দিলাম। তিনি ফিরে এসে দরজার চৌকাঠের ভিতরে এক পা ও বাইরে এক পা রেখে আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন।

٤٤٣٥ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَنٰى بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ خَرَجَ إِلٰى حُجَرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيْحَةَ بِنَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُوْ لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُوْنَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلٰى بَيْتِهِ رَأٰى رَجُلَيْنِ جَرٰى بِهِمَا الْحَدِيْثُ فَلَمَّا رَاٰهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلاَنِ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ فَمَا أَدْرِيْ أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوْجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ فَرَجَعَ حَتّٰى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَأُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৪৩৫ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শের সাথে বাসর উদ্‌যাপনের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়ালীমা করলেন। লোকদের তিনি গোশ্‌ত-রুটি তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালেন। তারপর তিনি উম্মুল মু'মিনীনদের কক্ষে যাওয়ার জন্য বের হলেন। যেমন বাসর রাত্রির ভোরে তার অভ্যাস ছিল যে, তিনি তাঁদের সালাম দিতেন ও তাঁদের জন্য দোয়া করতেন এবং তাঁরাও তাঁকে সালাম করতেন, তাঁর জন্য দোয়া করতেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে দু'ব্যক্তিকে আলাপরত দেখতে পেলেন। তাদের দেখে তিনি ঘর থেকে ফিরে গেলেন। সে দু'জন নবী ﷺ -কে ঘর থেকে ফিরে যেতে দেখে দ্রুত বের হয়ে গেল। এরপরে, আমার স্মরণ নেই যে আমি তাঁকে তাদের বের হয়ে যাওয়ার সংবাদ দিলাম,

banglainternet.com

না অন্য কেউ দিল। তখন তিনি ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা লটকিয়ে দিলেন এবং পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٤٤٣٦ حَدَّثَنِيْ زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَاضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَ كَانَتْ اِمْرَاَةً جَسِيْمَةً لاَ تَخْفٰى عَلٰى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَاٰهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ اَمَا وَاللّٰهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِىْ كَيْفَ تَخْرُجِيْنَ ، قَالَتْ فَانْكَفَاَتْ رَاجِعَةً وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ وَاِنَّهُ لَيَتَعَشّٰى وَفِىْ يَدِهٖ عَرْقٌ ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِىْ فَقَالَ لِىْ عُمَرُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ ، وَاِنَّ الْعَرْقَ فِىْ يَدِهٖ مَاوَضَعَهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ اُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ .

৪৪৩৬ যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর সাওদা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যান। সাওদা এমন মোটা শরীরের অধিকারিণী ছিলেন যে, পরিচিত লোকদের থেকে তিনি নিজকে গোপন রাখতে পারতেন না। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাঁকে দেখে বললেন, হে সাওদা! জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকতে পারবে না। এখন দেখ তো, কেমন করে বাইরে যাবে ? আয়েশা (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) সাওদা (রা) ফিরে আসলেন। আর এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে রাতের খানা খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল টুকরা হাড়। সাওদা (রা) ঘরে প্রবেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। তখন উমর (রা) আমাকে এমন এমন কথা বলেছে। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকট ওহী নাযিল করেন। ওহী অবতীর্ণ হওয়া শেষ হল, হাড় টুকরা তখনও তাঁর হাতেই ছিল, তিনি তা রাখেননি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, অবশ্যই প্রয়োজনে তোমাদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

٢٤٩٧. بَابُ قَوْلِهٖ : اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْ اٰبَائِهِنَّ وَلاَ اَبْنَائِهِنَّ وَلاَ اِخْوَانِهِنَّ وَلاَ اَبْنَاءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلاَ اَبْنَاءِ اَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَائِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ اِنَّ

banglainternet.com

اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

২৪৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ সকল বিষয় জ্ঞাত। নবী ﷺ-এর পত্নীদের জন্য কোন গুনাহ্ নেই, তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ভাতিজা, ভাগিনা, সাধারণ মহিলা এবং দাসীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন।

٤٤٣٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُوْا أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ . فَقُلْتُ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ ﷺ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأْذَنِيْنَ عَمَّكِ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ .

৪৪৩৭ আবুল ইয়ামান (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর, আবুল কু'আয়স এর ভাই-আফলাহ আমার কাছে প্রবেশ করার অনুমতি চায়। আমি বললাম, এ ব্যাপারে যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি না দিবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দিতে পারি না। কেননা তার ভাই আবূ কুআয়স সে নিজে আমাকে দুধ পান করাননি। কিন্তু আবুল কু'আয়াসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবুল কু'আয়াসের ভাই–আফলাহ্ আমার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইছিল। আমি এ বলে অস্বীকার করেছি যে, যতক্ষণ আপনি এ ব্যাপারে অনুমতি না দেবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দেব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার চাচাকে (তোমার সাথে দেখা করার) অনুমতি দিতে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বললাম, সে ব্যক্তি তো আমাকে দুধ পান করাননি; কিন্তু আবুল কু'আয়াসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছে। এরপর তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, তোমার হাত ধূলি ধূসরিত হোক, তাকে অনুমতি দাও, কেননা, সে তোমার চাচা। উরওয়া বলেন, এ কারণে আয়েশা (রা) বলতেন বংশের দিক দিয়ে যা হারাম মনে কর, দুধ পানের কারণেও তা হারাম জান।

banglainternet.com

٢٤٩٨. بَابُ قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا * قَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ : صَلَاةُ اللّٰهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُصَلُّوْنَ يُبَرِّكُوْنَ ، لَنُغْرِيَنَّكَ لَنُسَلِّطَنَّكَ

২৪৯৮. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : "নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করেন। হে মু'মিনগণ! (তোমরাও) তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ কর।

আবুল আলীয়া (র) বলেন, আল্লাহ্র সালাতের অর্থ নবীর প্রতি ফেরেশতাদের সামনে আল্লাহ্র প্রশংসা। ফেরেশতার সালাতের অর্থ- দোয়া। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, يُصَلُّوْنَ -এর অর্থ-বরকতের দোয়া করছেন। لَنُغْرِيَنَّكَ অর্থ আমি তোমাকে বিজয়ী করব।

٤٤٣٨ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ ، قَالَ قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ *

৪৪৩৮ সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর সালাম (প্রেরণ করা) আমরা জানতে পেরেছি; কিন্তু সালাত কি ভাবে? তিনি বললেন, তোমরা বলবে, "হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদের পরিজনের উপর রহমত অবতীর্ণ কর, যেমনিভাবে ইব্রাহীম-এর পরিজনের উপর তুমি রহমত অবতীর্ণ করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ-এর উপর এবং মুহাম্মদ-এর পরিজনের প্রতি বরকত অবতীর্ণ কর। যেমনিভাবে তুমি বরকত অবতীর্ণ করেছ ইব্রাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মর্যাদাবান।

banglainternet.com

٤٤٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ

الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللَّهِ هٰذَا التَّسْلِيْمُ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ، وَقَالَ اَبُوْ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ *

৪৪৩৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ তো হল সালাম পাঠ ; কিন্তু কেমন করে আমরা আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করব ? তিনি বললেন, তোমরা বলবে, "হে আল্লাহ্ ! আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেভাবে রহমত অবতীর্ণ করেছেন ইব্‌রাহীমের পরিজনের প্রতি এবং মুহাম্মাদ ﷺ প্রতি ও মুহাম্মাদের পরিজনের প্রতি বরকত অবতীর্ণ করুন, যেভাবে বরকত অবতীর্ণ করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি। তবে বর্ণনাকারী আবূ সালিহ্ লায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ও তার পরিজনের প্রতি বরকত অবতীর্ণ করুন যেমন আপনি বরকত অবতীর্ণ করেছেন ইব্‌রাহীমের পরিজনের প্রতি।

٤٤٤٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ ، وَقَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ : لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اِنَّ مُوْسٰى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا *

৪৪৪০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযা (র) .... ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি (এমনিভাবে) বলেন, যেমনভাবে ইব্‌রাহীম (আ)-এর উপর রহমত নাযিল করেছেন। আর বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি এবং মুহাম্মদের পরিজনের প্রতি, যেভাবে বরকত অবতীর্ণ করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি এবং ইব্‌রাহীমের পরিবারের প্রতি।

banglainternet.com

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছে। ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'মূসা (আ) ছিলেন বড় লজ্জাশীল ব্যক্তি। আর এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র এ বাণী, হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ওদের অভিযোগ থেকে পবিত্র করেছেন। আর তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র কাছে অতি সম্মানিত।

سُوْرَةُ سَبَا

সূরা সাবা

يُقَالُ مُعَاجِزِيْنَ مُسَابِقِيْنَ ، بِمُعْجِزِيْنَ بِفَائِتِيْنَ ، مُعَاجِزِيْنَ مُغَالِبِيْنَ ، سَبَقُوْا فَاتُوْا ، لَايُعْجِزُوْنَ لَايَفُوْتُوْنَ ، يَسْبِقُوْنَا يُعْجِزُوْنَا ، قَوْلُهُ بِمُعْجِزِيْنَ بِفَائِتِيْنَ وَمَعْنٰى مُعَاجِزِيْنَ مُغَالِبِيْنَ ، يُرِيْدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهِ مِعْشَارٌ عُشْرٌ الْأُكُلُ الثَّمَرُ ، بَاعِدْ وَبَعِّدْ وَاحِدٌ . قَالَ مُجَاهِدٌ : لَايَعْزُبُ لَا يَغِيْبُ ، الْعَرِمُ السُّدَّمَاءُ أَحْمَرُ ، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ فِي السُّدِّ ، فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ ، وَحَفَرَ الْوَادِيَ فَارْتَفَعَتَا عَنِ الْجَنْبَتَيْنِ ، وَغَابَ عَنْهُمَا الْمَاءُ فَيَبِسَتَا وَلَمْ يَكُنِ الْمَاءُ الْأَحْمَرُ مِنَ السُّدِّ وَلٰكِنْ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ . وَقَالَ عَمْرُوبْنُ شُرَحْبِيْلَ : الْعَرِمُ الْمُسَنَّاةُ بِلَحْنِ أَهْلِ الْيَمَنِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَرِمُ الْوَادِيْ ، اَلسَّابِغَاتُ الدُّرُوْعُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يُجَازٰى يُعَاقَبُ ، اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ بِطَاعَةِ اللّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى وَاحِدٌ وَاثْنَيْنِ التَّنَاوُشُ الرَّدُّ مِنَ الْآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ زَهْرَةٍ بِأَشْيَاعِهِمْ بِأَمْثَالِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :كَالْجَوَابِ كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ ، الْخَمْطُ الْأَرَاكُ ،

banglainternet.com

وَالْأَثْلُ الطَّرْفَاءُ ، الْعَرِمُ الشَّدِيْدُ ۔

مُعَاجِزِيْنَ প্রতিযোগিতাকারী بِمُعْجِزِيْنَ ব্যর্থকারী। مُعَاجِزِيْنَ - বিজয়ী হওয়ার প্রয়াসী। سَبَقُوْا ছুটে গিয়েছে, পরিত্রাণ পেয়েছে। لَايُعْجِزُوْنَ তারা ছুটে যেতে পারবে না, ছাড়া পাবে না। يَسْبِقُوْنَا আমাদের অক্ষম করবে। مُعْجِزِيْنَ ব্যর্থকারী। مُعَاجِزِيْنَ পরস্পর বিজয়ী হওয়ার প্রত্যাশী। প্রত্যেকেই তার প্রতিপক্ষের অক্ষমতা প্রকাশ করতে চায়। مِعْشَارَ এক-দশমাংশ। الْأُكُلُ ফল, بَعِّدْ - بَاعِدْ একই অর্থ, দূরত্ব করে দাও। মুজাহিদ (র) বলেন, لَايَعْزُبُ অদৃশ্য হয় না। الْعَرِمُ বাঁধ, আল্লাহ্ তা'আলা সে বাঁধের মধ্য দিয়ে লাল পানি প্রবাহিত করে তা ফাটিয়ে ধ্বংস করে দেন এবং একটি উপত্যকা খুদে ফেলেন। ফলে তার দু'পার্শ্ব উঁচু হয়ে তা থেকে পানি সরে পড়ে এবং উভয় পার্শ্ব শুকিয়ে যায়। এ লাল পানি বাঁধ থেকে আসেনি, বরং তা ছিল তাদের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত আযাব, যা তিনি যেখান থেকে ইচ্ছা পাঠিয়েছিলেন। আমর ইব্ন শুরাহ্বিল (র) বলেন, الْعَرِمُ। ইয়ামানবাসীদের ভাষায় কুঁজের মত উঁচু। অন্য থেকে বর্ণিত। الْعَرِمُ অর্থ, উপত্যকা, السَّابِغَاتُ বর্মসমূহ। মুজাহিদ (র) বলেন, يُجَازَى শাস্তি দেয়া হবে। أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ আল্লাহ্র আনুগত্য। مَثْنَى وَفُرَادَى এর একা এবং দুই দুইজন। التَّنَاوُشُ পরজগত থেকে দুনিয়ার দিকে ফিরে আসা। بَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ অর্থাৎ সম্পদ, সন্ততি বা জাঁক-জমক। بِأَشْيَاعِهِمْ তাদের মত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, كَالْجَوَابِ যমীনে হাউজ সদৃশ। خَمْطٍ বিস্বাদ বৃক্ষ। أَثْلٌ ঝাউ গাছ। الْعَرِمُ কঠিন।

٢٤٩٩. بَابٌ قَوْلُهُ فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

২৪৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ 'এমনকি যখন তাদের মন থেকে আতংক দূরীভূত হয়, তখন তারা বলে তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন ? তারা বলবে, সত্যই। আর তিনি উচ্চ ও মহান।

٤٤٤١ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللّٰهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْ قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هٰكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ

banglainternet.com

بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا ، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا ، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ .

৪৪৪১ আল হুমায়দী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আকাশে কোন ফয়সালা করেন তখন ফেরেশতারা আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি অতি বিনীতভাবে তাদের পাখা ঝাড়তে থাকে ; যেন মসৃণ পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। "যখন তাদের মনের আতংক বিদূরিত হয় তারা (একে অপরকে) জিজ্ঞেস করে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন ? তারা (উত্তরে) বলেন, তিনি যা বলেছেন, সত্যই বলেছেন। তিনি মহান উচ্চ। যে সময়ে লুকোচুরিকারী (শয়তান) তা শোনে, আর লুকোচুরিকারী এরূপ একের ওপর এক। সুফিয়ান তাঁর হাত উপরে উঠিয়ে আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে দেখান। তারপর শয়তান কথাগুলো শুনে নেয় এবং প্রথমজন তার নিচের জনকে এবং সে তার নিচের জনকে পৌঁছিয়ে দেয়। এমনিভাবে এ সংবাদ দুনিয়ার জাদুকর ও জ্যোতিষের মুখে পৌঁছে দেয়। কোন কোন সময় কথা পৌঁছানোর পূর্বে তার উপর অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হয় আবার অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে সে কথা পৌঁছিয়ে দেয় এবং এর সাথে শত মিথ্যা মিশিয়ে বলে। এরপর লোকেরা বলাবলি করে। সে কি অমুক দিন অমুক অমুক কথা আমাদের বলেনি ? এবং সেই কথা যা আসমান থেকে শুনে এসেছে তার জন্য সব কথা সত্য বলে মনে করে।

٢٥٠٠. بَابُ قَوْلِهِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

২৫০০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "সে তো আমাদের সম্মুখে এক আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী মাত্র।"

٤٤٤٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ قَالُوا مَا لَكَ ؟ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي ؟ قَالُوا بَلَى ، قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ

banglainternet.com

بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّالَكَ ، اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ ، تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ *

৪৪৪২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সাফা (পাহাড়ে) আরোহণ করে 'ইয়া সাবাহাহ্, বলে সকলকে ডাক দিলেন। কুরাইশগণ তাঁর কাছে সমবেত হয়ে বলল, তোমার ব্যাপার কী? তিনি বললেন, তোমরা বল তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুবাহিনী সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত ; তবে কি তোমরা আমার এ কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলল, অবশ্যই। তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের জন্য এক আসন্ন কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী। একথা শুনে আবূ লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। এই জন্যই কি আমাদেরকে সমবেত করেছিলে? তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন : تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ "আবূ লাহাবের দুহাত ধ্বংস হোক।"

سُوْرَةُ فَاطِرٍ

সূরা ফাতির

قَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْقِطْمِيْرُ لِفَافَةُ النَّوَاةِ ، مُثْقَلَةٌ مُثَقَّلَةٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ : اَلْحَرُوْرُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْحَرُوْرُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُوْمُ بِالنَّهَارِ ، وَغَرَابِيْبُ اَشَدُّ سَوَادٍ ، اَلْغِرْبِيْبُ الشَّدِيْدُ السَّوَادِ .

মুজাহিদ (র) বলেন, قِطْمِيْرٌ (কিতমীর) অর্থ - খেজুরের আটির পর্দা। مُثْقَلَةٌ (بِالتَّخْفِيْفِ) অর্থ (بِالتَّشْدِيْدِ) مُثَقَّلَةٌ ভারাক্রান্ত ব্যক্তি। অন্যরা বলেছেন, اَلْحَرُوْرُ (আল-হারূর) অর্থ- দিবাভাগে সূর্যের উত্তাপ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাতের উত্তাপকে اَلْحَرُوْرُ এবং দিনের উত্তাপকে سَمُوْمٌ বলা হয়। غَرَابِيْبُ অর্থ اَشَدُّ سَوَادٍ অর্থাৎ নিকষ কালো। اَلْغِرْبِيْبُ । (আলগিরবীব) অর্থ اَلشَّدِيْدُ السَّوَادِ অধিক কালো।

سُوْرَةُ يٰسٓ

সূরা ইয়াসীন

banglainternet.com

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فَعَزَّزْنَا شَدَّدْنَا ، يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ، كَانَ حَسْرَةً

عَلَيْهِمْ اسْتِهْزَاؤُهُمْ بِالرُّسُلِ ، أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ لاَيَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا
ضَوْءَ الآخَرِ ، وَلاَ يَنْبَغِيْ لَهُمَا ذَلِكَ ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيْثَيْنِ ،
نَسْلَخُ مُخْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ وَيَجْرِيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مِثْلِهِ مِنَ
الأَنْعَامِ ، فَكِهُوْنَ مُعْجَبُوْنَ ، جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ عِنْدَ الْحِسَابِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ
عِكْرِمَةَ : الْمَشْحُوْنِ الْمُوْقَرُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَائِرُكُمْ مَصَائِبُكُمْ ،
يَنْسِلُوْنَ يَخْرُجُوْنَ ، مَرْقَدِنَا مَخْرَجِنَا ، أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ ، مَكَانَتِهِمْ
وَمَكَانُهُمْ وَاحِدٌ .

মুজাহিদ (র) বলেন, فَعَزَّزْنَا অর্থ شَدَّدْنَا আমি শক্তিশালী করলাম। يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ -এর অর্থ দুনিয়াতে রাসূলদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার ফলে আখিরাতে তাদের অবস্থা দুঃখজনক হবে। أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ এর অর্থ- একটির আলো অপরটির আলোর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এবং চন্দ্র ও সূর্যের জন্য তা সম্ভব নয়। سَابِقُ النَّهَارِ -এর অর্থ রাত্র এবং দিন উভয়ই একে অপরের পেছনে অবিরাম অব্যাহত গতিতে পরিভ্রমণ করছে। نَسْلَخُ অর্থ (রাত-দিন) উভয়ের মধ্যে একটিকে আমি অপরটি থেকে অপসারিত করি এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। مِنْ مِثْلِهِ অর্থ مِنَ الأَنْعَامِ - অনুরূপ চতুষ্পদ জন্তু। فَكِهُوْنَ -এর অর্থ مُعْجَبُوْنَ আনন্দিত। جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ -এর অর্থ- হিসাবের সময় তাদের উপস্থিত করা হবে তাদের বাহিনীরূপে। ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, الْمَشْحُوْنِ -এর অর্থ হচ্ছে الْمُوْقَرُ -বোঝাইকৃত।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, طَائِرُكُمْ -এর অর্থ مَصَائِبُكُمْ - তোমাদের বিপদাপদ। يَنْسِلُوْنَ -এর অর্থ يَخْرُجُوْنَ - তারা বেরিয়ে আসবে। مَرْقَدِنَا -এর অর্থ مَخْرَجِنَا আমাদের বের হবার স্থান। أَحْصَيْنَاهُ - হিফাযত করেছি আমি প্রতিটি বস্তুকে। مَكَانَتِهِمْ এবং مَكَانِهِمْ একই, -তাদের স্থানে।

٢٥٠١. بَابٌ قَوْلُهُ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

২৫০১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ الشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

"এবং সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এ পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।"

banglainternet.com

٤٤٤٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ
أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوْبِ

الشَّمْسِ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَتَدْرِىْ اَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ ؟ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ ، حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

৪৪৪৩ আবূ নু'আয়ম (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সূর্যাস্তের সময় আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আবূ যার! তুমি কি জান সূর্য কোথায় ডুবে? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, সূর্য চলে, অবশেষে আরশের নিচে গিয়ে সিজদা করে। নিম্নবর্ণিত আয়াত وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ। -এ এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এ পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

٤٤٤٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا . قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ *

৪৪৪৪ হুমায়দী (র) .... আবূ যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺকে আল্লাহ্‌র বাণী : مُسْتَقَرٌّ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেছেন, সূর্যের গন্তব্যস্থল আরশের নিচে।

سُوْرَةُ الصَّافَّاتِ

সূরা সাফ্‌ফাত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ يُرْمَوْنَ ، وَاصِبٌ دَائِمٌ ، لَازِبٌ لَازِمٌ ، تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ يَعْنِى الْحَقَّ الْكُفَّارُ تَقُوْلُهُ لِلشَّيْطَانِ ، غَوْلٌ وَجَعُ بَطْنٍ ، يُنْزَفُوْنَ لَا تَذْهَبُ عُقُوْلُهُمْ قَرِيْنٌ شَيْطَانٌ ، يُهْرَعُوْنَ كَهَيْئَةِ الْهَرْوَلَةِ ، يَزِفُّوْنَ النَّسَلَانُ فِى الْمَشْىِ ، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ، قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ

banglainternet.com

الْمَلاَئِكَةُ بَنَاتُ اللهِ وَأُمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ . وَقَالَ اللهُ تَعَالَى وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ، سَتُحْضَرُ لِلْحِسَابِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَنَحْنُ الصَّافُّونَ الْمَلاَئِكَةُ ، صِرَاطِ الْجَحِيمِ سَوَاءِ الْجَحِيمِ وَوَسَطِ الْجَحِيمِ ، لَشَوْبًا يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ ، وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ ، مَدْحُورًا مَطْرُودًا ، بَيْضٌ مَكْنُونٌ اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ، يُذْكَرُ بِخَيْرٍ ، يَسْتَسْخِرُونَ يَسْخَرُونَ ، بَعْلاً رَبًّا *

মুজাহিদ (র) বলেছেন, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ এ- বর্ণিত مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ অর্থ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ মানে সকল স্থান থেকে। وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ -এর মানে فَيُقْذَفُونَ -এর অর্থ يُرْمَوْنَ নিক্ষিপ্ত হবে তাদের প্রতি। وَاصِبٌ অর্থ دَائِمٌ - অবিরাম বা অব্যাহত। تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ -এর অর্থ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ আঠালো। لاَزِبٌ অর্থ لاَزِمٌ – আঠালো। الْحَقُّ - তোমরা তো হক, কল্যাণ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাসসহ আমাদের কাছে আসতে, এ কথাগুলো কাফিররা শয়তানকে বলবে। غَوْلٌ অর্থ وَجَعُ بَطْنٍ - পেটের ব্যথা। يُنْزَفُونَ অর্থ তাদের বুদ্ধি নষ্ট হবে না। قَرِينٌ অর্থ শয়তান। يُهْرَعُونَ -এর অর্থ هَرْوَلَةٌ - দ্রুত পদক্ষেপে চলা। يَزِفُّونَ - দ্রুতগতিতে পথ চলা। وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا - কুরাইশ কাফেররা বলত, ফেরেশতা আল্লাহ্‌র কন্যা এবং তাদের মা জিন নেতাদের কন্যারা। আল্লাহ্ বলেন, وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ জিনেরা জানে, তাদেরও উপস্থিত করা হবে – তাদের হাজির করা হবে শাস্তির জন্য।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, لَنَحْنُ الصَّافُّونَ 'আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান দ্বারা ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে। صِرَاطِ الْجَحِيمِ অর্থ سَوَاءِ الْجَحِيمِ এবং وَسَطِ الْجَحِيمِ - জাহান্নামের পথে বা জাহান্নামের মধ্যে। لَشَوْبًا তাদের খাদ্য ফুটন্ত পানি মিশ্রিত। مَدْحُورًا অর্থ مَطْرُودًا - বিতাড়িত। بَيْضٌ مَكْنُونٌ অর্থ اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ - সুরক্ষিত মুক্তা। وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ - আর তাদের যশোগাথা আলোচিত হতে থাকবে। يَسْتَسْخِرُونَ অর্থ يَسْخَرُونَ - তারা উপহাস করত। بَعْلاً অর্থ رَبًّا - দেবমূর্তি।

٢٥٠٢. بَابُ قَوْلِهِ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

২৫০২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - ইউনুস ছিল রাসূলদের একজন।

banglainternet.com

٤٤٤٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي

وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا مِنِ ابْنِ مَتّٰى ٭

৪৪৪৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (ইউনুস) ইব্ন মাত্তার চেয়ে উত্তম বলে দাবি করা কারো জন্য সমীচীন নয়।

٤٤٤٦ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى فَقَدْ كَذَبَ ٭

৪৪৪৬ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে বলে, আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, সে মিথ্যা বলে।

سُوْرَةُ ص

সূরা সাদ

٤٤٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِيْ ص قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ، وَكَانَ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فِيْهَا ٭

৪৪৪৭ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আওওআম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মুজাহিদকে সূরা সাদ-এর সাজদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, (এ বিষয়ে) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি পাঠ করলেন, اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ 'তাদেরই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তাদের পথের অনুসরণ কর। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এতে সিজদা করতেন।"

banglainternet.com

٤٤٤٨ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ
الطَّنَافِسِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةِ ص فَقَالَ سَأَلْتُ
ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ اَيْنَ سَجَدْتَ؟ فَقَالَ اَوَ مَا تَقْرَاُ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ
وَسُلَيْمَانَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ، فَكَانَ دَاوُدُ
مِمَّنْ اُمِرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ اَنْ يَقْتَدِيَ بِهٖ فَسَجَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ،
عُجَابٌ عَجِيْبٌ ، اَلْقِطُّ الصَّحِيْفَةُ هُوَ هَاهُنَا صَحِيْفَةُ الْحَسَنَاتِ . وَقَالَ
مُجَاهِدٌ : فِيْ عِزَّةٍ مُعَازِيْنَ ، اَلْمِلَّةُ الْاٰخِرَةُ مِلَّةُ قُرَيْشٍ ، اَلْاِخْتِلَاقُ
اَلْكَذِبُ ، اَلْاَسْبَابُ طُرُقُ السَّمَاءِ فِيْ اَبْوَابِهَا جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ ،
يَعْنِيْ قُرَيْشًا ، اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ الْقُرُوْنُ الْمَاضِيَةُ فَوَاقٍ رُجُوْعٍ ، قِطَّنَا
عَذَابَنَا ، اَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا اَحَطْنَا بِهِمْ ، اَتْرَابٌ اَمْثَالٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
اَلْاَيْدُ الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ ، اَلْاَبْصَارُ الْبَصَرُ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ ، حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ
ذِكْرِ رَبِّيْ مِنْ ذِكْرٍ ، طَفِقَ مَسْحًا يَمْسَحُ اَعْرَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيْبَهَا ،
اَلْاَصْفَادُ الْوَثَاقُ *

৪৪৪৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আওওআম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুজাহিদকে সূরা সাদ-এর সাজদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, (এ সূরায়) সাজদা কোত্থেকে? তিনি বললেন, তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পড়নি وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ "আর তার বংশধর দাউদ ও সুলায়মান - তাদেরই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তাঁদের পথের অনুসরণ কর। দাউদ তাঁদের অন্যতম, তোমাদের নবীকে যাদের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই নবী এ সূরায় সাজদা করেছেন। عُجَابٌ অর্থ عَجِيْبٌ - অত্যাশ্চর্য। اَلْقِطُّ অর্থ صَحِيْفَةٌ - লিপি। এখানে صَحِيْفَةٌ দ্বারা নেক লিপি বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, فِيْ عِزَّةٍ অর্থ مُعَازِيْنَ - ঔদ্ধত্য। اَلْمِلَّةُ الْاٰخِرَةُ মানে مِلَّةُ قُرَيْشٍ কুরাইশদের ধর্মাদর্শ। اَلْاِخْتِلَاقُ অর্থ اَلْكَذِبُ -মিথ্যা। اَلْاَسْبَابُ আকাশের পথসমূহ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ -এ বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত

banglainternet.com

হবে অর্থাৎ কুরাইশ সম্প্রদায়। أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ অর্থাৎ الْقُرُونُ الْمَاضِيَةُ অতীতকাল। فَوَاقٍ -অর্থ رُجُوعٌ প্রত্যাবর্তন। قِطَّنَا অর্থ عَذَابَنَا - আমাদের শাস্তি। اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا অর্থ أَحَطْنَا بِهِمْ - আমি তাদের বেষ্টন করে রেখেছি। أَتْرَابٌ মানে أَمْثَالٌ - সমবয়স্কা। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ইবাদতে শক্তিশালী ব্যক্তি। الْأَبْصَارُ - এর মর্ম الْبَصَرُ فِي أَمْرِ اللَّهِ - আল্লাহ্‌র কাছে সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি। حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي অর্থ مِنْ ذِكْرِ - আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে। طَفِقَ مَسْحًا তিনি ঘোড়াগুলোর পা ও গলায় হাত বুলাতে লাগলেন। الْأَصْفَادِ মানে الْوَثَاقُ - শৃঙ্খল (বাঁধন)

٢٥٠٣. بَابُ قَوْلِهِ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

২৫০৩. **অনুচ্ছেদ ঃ** আল্লাহ্‌র বাণী ঃ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ "হে আমার রব! আমাকে দান করুন এমন এক রাজ্য, যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। আপনি তো পরম দাতা।" (৩৮ ঃ ৩৫)

٤٤٤٩ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ، أَوْكَلِمَةً نَحْوَهَا، لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَمْكَنَنِي اللّٰهُ مِنْهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتّٰى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا *

৪৪৪৯ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, গতরাতে অবাধ্য জিনের একটি দৈত্য আমার কাছে এসেছিল অথবা এ ধরনের কিছু কথা তিনি বললেন, আমার সালাত নষ্ট করার জন্য। তখন আল্লাহ্ আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করলেন। আমি ইচ্ছা করলাম, মসজিদের খুঁটিগুলোর একটির সাথে ওকে বেঁধে রাখতে, যাতে ভোরে তোমরা সকলে ওটা দেখতে পাও। তখন আমার ভাই হযরত সুলায়মান (আ)-এর দোয়া স্মরণ হল, قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়।" রাবী রাওহ্ বলেন, এরপর নবী ﷺ তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন।

banglainternet.com

٢٥٠٤. بَابُ قَوْلِهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

২৫০৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ "আমি বানোয়াটকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

٤٤٥٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعلم فَلْيَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ
أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدُّخَانِ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الإِسْلاَمِ فَأَبْطَئُوا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ
أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ
حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ
دُخَانًا مِنَ الْجُوعِ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ فَدَعَوْا رَبَّنَا اكْشِفْ
عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ .
ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ
عَائِدُونَ أَفَيُكْشَفُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَكُشِفَ ثُمَّ عَادُوا فِي
كُفْرِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ
الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ *

৪৪৫০ কুতায়বা (র) .... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, হে লোকসকল! যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে সে তা বর্ণনা করবে। আর যে না জানে, তার বলা উচিত, আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কেননা অজানা বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এ কথা বলাও জ্ঞানের লক্ষণ। আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন, বল, এর (কুরআন বা তাওহীদ প্রচারের) জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি বানোয়াটকারীদের অন্তর্ভুক্ত

banglainternet.com

নই।" (কুরআনে বর্ণিত) ধূম্র সম্পর্কে শীঘ্র আমি তোমাদের বলব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরাইশদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলে তারা (এ দাওয়াতে সাড়া দিতে) বিলম্ব করল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! হযরত ইউসুফ (আ)-এর জীবনকালের দুর্ভিক্ষের সাত বছরের মত দুর্ভিক্ষ দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। এরপর দুর্ভিক্ষ তাদেরকে গ্রাস করে নিল। শেষ হয়ে গেল সমস্ত কিছু। অবশেষে তারা মৃত জন্তু ও চামড়া খেতে লাগল। তখন তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় চোখে আকাশ ও তার মধ্যে ধোঁয়া দেখত। আল্লাহ্ বললেন, "অতএব তুমি সেদিনের অপেক্ষা কর, যেদিন ধোঁয়া হবে আকাশে, এবং তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে সকল মানুষ। এ তো মর্মন্তুদ শাস্তি।" রাবী বলেন, তারপর তারা দোয়া করল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ আযাব থেকে মুক্তি দাও, আমরা ঈমান আনব। তারা কিভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের কাছে তো এসেছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদাতা এক রাসূল। তারপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিল তাঁর থেকে এবং বলল, সে তো শিখানো বুলি আওড়ায়, সে তো এক উন্মাদ। আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করছি। তোমরা তো অবশ্য তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। (ইব্‌ন মাসউদ বলেন), কিয়ামতের দিনও কি তাদের থেকে আযাব রহিত করা হবে? তিনি (ইব্‌ন মাসউদ) বলেন, আযাব দূর করা হলে তারা পুনরায় কুফ্‌রীর দিকে ফিরে গেল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধের দিন তাদের পাকড়াও করলেন। আল্লাহ্ বলেন, যেদিন আমি তোমাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদের শাস্তি দেবই।

سُوْرَةُ الزُّمَرُ

সূরা যুমার

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَّقِيْ بِوَجْهِهِ يُجَرُّ عَلٰى وَجْهِهِ فِي النَّارِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَفَمَنْ يُلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَنْ يَأْتِيْ اٰمِنًا ، ذِيْ عِوَجٍ لَبْسٍ ، وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ مَثَلٌ لاٰلِهَتِهِمُ الْبَاطِلِ ، وَالْاِلٰهِ الْحَقِّ ، وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ بِالْاَوْثَانِ ، خَوَّلْنَا اَعْطَيْنَا ، وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصِّدْقِ الْقُرْاٰنِ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ هٰذَا الَّذِيْ اَعْطَيْتَنِيْ عَمِلْتُ بِمَا فِيْهِ مُتَشَاكِسُوْنَ الشَّكِسُ الْعَسِرُ لاَ يَرْضٰى بِالْاِنْصَافِ ، وَرَجُلاً سِلْمًا ، وَيُقَالُ سَالِمًا صَالِحًا ، اشْمَأَزَّتْ نَفَرَتْ بِمَفَازَتِهِمْ مِنَ الْفَوْزِ ، حَافِّيْنَ اَطَافُوْا بِهِ مُطِيْفِيْنَ ، بِحِفَافَيْهِ بِجَوَانِبِهِ ،

banglainternet.com

مُتَشَابِهًا لَيْسَ مِنَ الْاِشْتِبَاهِ وَلٰكِنْ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِى التَّصْدِيْقِ *

মুজাহিদ (র) বলেছেন, يَتَّقِيْ بِوَجْهِهِ অধঃমুখী করে তাদের জাহান্নামের দিকে হেঁচড়িয়ে নেয়া হবে। এ আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াতের মতই, "যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, সে শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে?" ذِىْ عِوَجٍ মানে ذِىْ لَبْسٍ - সন্দেহ যুক্ত। وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ মুশরিকদের বাতিল মাবূদ এবং হক মাবূদের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ - তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। এখানে دُوْنِهِ মানে প্রতিমা। خَوَّلْنَا অর্থ - আমি অনুগ্রহ করলাম। الَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ-এর صدق মানে কুরআন। أَعْطَيْتَنَا - وَصَدَّقَ بِهِ মু'মিনগণ কিয়ামতের দিন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! এই সে কুরআন যা আপনি আমাকে দিয়েছেন এবং আমি তার বিধানসমূহের ওপর আমল করেছি। الرَّجُلُ مُتَشَاكِسُوْنَ -ঐ উদ্ধত পশু প্রকৃতির ব্যক্তি, যে ইনসাফে সন্তুষ্ট নয়। وَرَجُلًا سَلَمًا-এর অর্থ যোগ্য বা নেককার سَالِمًا صَالِحًا যেমন বলা হয়। اشْمَأَزَّتْ অর্থ نَفَرَتْ - পলায়ন করে। بِمَفَازَتِهِمْ - فَوْزٌ থেকে নিষ্পন্ন : সাফল্যসহ। حَافِّيْنَ অর্থ أَطَافُوْا بِهِ مُطِيْفِيْنَ -তারা ঘুরবে ; তাওয়াফ করবে। بِحِفَافَيْهِ মানে بِجَوَانِبِهِ - চতুষ্পার্শ্বে। مُتَشَابِهًا - اشْتِبَاهٌ ধাতু থেকে গঠিত নয়: কুরআন সত্যায়নের ব্যাপারে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২৫০৫. بَابٌ قَوْلُهُ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

২৫০৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ "বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৩৯ : ৫৩)

٤٤٥١ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ يُوْسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ يَعْلٰى اِنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، كَانُوْا قَدْ قَتَلُوْا وَأَكْثَرُوْا ، وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوْا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ الَّذِىْ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْ اِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْتُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ : وَالَّذِيْنَ لَا

banglainternet.com

يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ
وَلاَ يَزْنُوْنَ . وَنَزَلَ قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا
مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ *

৪৪৫১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের কিছু লোক অত্যধিক হত্যা করে এবং অত্যধিক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তারপর তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে এল এবং বলল, আপনি যা বলেন এবং আপনি যেদিকে আহবান করেন, তা অতি উত্তম। আমাদের যদি জানিয়ে দিতেন যে, আমরা যা করেছি, তার কাফ্‌ফারা কি ? এর প্রেক্ষিতে নাযিল হয় 'এবং যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না, আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন, তাকে না-হক হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আরো নাযিল হল ঃ "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছ, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।

٢٥٠٦. بَابُ قَوْلُهُ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ

২৫০৬. **অনুচ্ছেদ ঃ** আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না।'

٤٤٥٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْاَحْبَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّا نَجِدُ اَنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ السَّمٰوَاتِ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْاَرَضِيْنَ عَلٰى اِصْبَعٍ ، اَلشَّجَرَ عَلٰى اِصْبَعٍ ، وَالْمَاءَ عَلٰى اَصْبَعٍ وَالثَّرٰى عَلٰى اِصْبَعٍ ، وَسَائِرَ الْخَلاَئِقِ عَلٰى اِصْبَعٍ ، فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ، ثُمَّ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَاقَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ *

৪৪৫২ আদম (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদী আলিমদের থেকে জনৈক আলিম রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ ! আমরা (তাওরাতে দেখতে) পাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। যমীনকে এক আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর, পানি এক আঙ্গুলের উপর, মাটি এক আঙ্গুলের উপর এবং অন্যান্য সৃষ্টি জগত এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। তারপর বলবেন, আমিই বাদশাহ্। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা সমর্থনে হেসে ফেললেন; এমনকি তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করলেন, তারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না।

banglainternet.com

٢٥٠٧. بَابُ قَوْلِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

২৫০৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তার করায়ত্ত। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যার শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

٤٤٥٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمٰوَاتِ بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ *

৪৪৫৩ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে নিজ মুঠোয় নিবেন এবং আকাশমণ্ডলীকে ভাঁজ করে তাঁর ডান হাতে নিবেন, তারপর বলবেন, আজ আমিই মালিক, দুনিয়ার বাদশারা কোথায়?

٢٥٠٨. بَابُ قَوْلِهِ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ

২৫০৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى - فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ "এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, ফলে যাদের আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। এরপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। (৩৯ ঃ ৬৮)

٤٤٥٤ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّيْ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوْسٰى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِيْ أَكَذٰلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ *

banglainternet.com

৪৪৫৪ হাসান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, শেষ বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর যে সর্বপ্রথম মাথা উঠাবে, সে আমি। তখন আমি মূসা (আ)-কে দেখব আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায়। আমি জানি না, তিনি আগে থেকেই এভাবে ছিলেন, না শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর।

٤٤٥٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ ، قَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا ؟ قَالَ اَبَيْتُ ، قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً ؟ قَالَ اَبَيْتُ ، قَالَ اَرْبَعُوْنَ شَهْرًا قَالَ اَبَيْتُ ، وَيَبْلَى كُلُّ شَىْءٍ مِنَ الْاِنْسَانِ اِلاَّ عَجْبَ ذَنَبِهِ فِيْهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ *

৪৪৫৫ উমর ইবন হাফ্স (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দুইবার ফুঁৎকারের মাঝে ব্যবধান চল্লিশ। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবূ হুরায়রা, চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমার জানা নেই। তারপর তারা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বছর? এবারও তিনি অস্বীকার করলেন। এরপর তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি চল্লিশ মাস। এবারও তিনি অস্বীকার করলেন, এবং বললেন, মেরুদণ্ডের হাড় ব্যতীত মানুষের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ দ্বারাই সৃষ্টি জগত আবার সৃষ্টি করা হবে।

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ

সূরা মু'মিন

قَالَ مُجَاهِدٌ : حٰمٓ مَجَازُهَا مَجَازُ اَوَائِلِ السُّوَرِ ، وَيُقَالُ بَلْ هُوَ اسْمٌ لِقَوْلِ شُرَيْحِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفَى الْعَبْسِىِّ : يُذَكِّرُنِىْ حَامِيْمَ وَالرُّمْحُ شَاجِرٌ فَهَلاَّ تَلاَ حَامِيْمَ قَبْلَ التَّقَدُّمِ الطَّوْلُ التَّفَضُّلُ ، دَاخِرِيْنَ خَاضِعِيْنَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اِلَى النَّجَاةِ الْاِيْمَانِ ، لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ ، يَعْنِى الْوَثَنَ ، يُسْجَرُوْنَ تُوْقَدُ بِهِمُ النَّارُ ، تَمْرَحُوْنَ تَبْطَرُوْنَ ، وَكَانَ الْعَلاَءُ ابْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِمَ تُقَنِّطُ النَّاسَ ، قَالَ وَاَنَا اَقْدِرُ اَنْ اُقَنِّطَ النَّاسَ

banglainternet.com

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ : يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ، وَيَقُوْلُ : وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ ، وَلٰكِنَّكُمْ تُحِبُّوْنَ اَنْ تُبَشَّرُوْا بِالْجَنَّةِ عَلٰى مَسَاوِئِ اَعْمَالِكُمْ وَاِنَّمَا بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ اَطَاعَهُ ، وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ *

মুজাহিদ (র) বলেছেন, অন্যান্য সূরাতে حم শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এখানেও তা অনুরূপভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন حم এই সূরার নাম। এর প্রমাণস্বরূপ তাঁরা শুরায়হ্ ইব্‌ন আবূ আওফা আবাসীর কবিতাটি পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, يُذَكِّرُنِيْ حَامِيْمَ وَالرُّمْحُ شَاجِرٌ فَهَلَّا تَلَا حَامِيْمَ قَبْلَ التَّقَدُّمِ (জঙ্গে জামালের মধ্যে) বর্শা যখন উভয় দিক থেকে বর্ষিত হচ্ছিল, তখন আমার حَامِيْمَ স্মরণ এল। হায় ! যুদ্ধে আসার পূর্বে কেন حم পাঠ করা হল না। اَلطَّوْلُ অর্থ - اَلتَّفَضُّلُ - সম্মানিত হওয়া। دَاخِرِيْنَ অর্থ خَاضِعِيْنَ - লাঞ্ছিত বা বিনয়ী। মুজাহিদ (র) বলেন, اِلَى النَّجَاةِ -এর نَجَاةِ অর্থ ঈমান। لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ -এর لَهُ মানে প্রতিমা। يُسْجَرُوْنَ - অর্থ তাদের জন্য আগুন জ্বালানো হবে تَمْرَحُوْنَ - তোমরা দম্ভ করতে।

হযরত আলা ইব্‌ন যিয়াদ (র) লোকদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখাতেন। ফলে জনৈক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি লোকদের নিরাশ করে দিচ্ছেন কেন ? তিনি বললেন, (আল্লাহ্‌র রহমত থেকে) লোকদের নিরাশ করে দিতে পারি। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন, "হে আমার বান্দাগণ ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।" আরও বলেছেন,"সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।" বস্তুত তোমরা চাও, পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তোমাদের জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হোক। কিন্তু তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুহাম্মাদ ﷺ -কে ঐ সমস্ত লোকদের সুসংবাদদাতারূপে পাঠিয়েছেন, যারা তাঁর আনুগত্য করে এবং যারা তাঁর নাফরমানী করবে তাদের জন্য তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী।

٤٤٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَخْبِرْنِيْ بِاَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ اِذْ اَقْبَلَ عُقْبَةُ اَبِيْ مُعَيْطٍ فَاَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوٰى ثَوْبَهُ فِيْ عُنُقِهِ ، فَخَنَقَهُ

banglainternet.com

خَنْقًا شَدِيْدًا ، فَأَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ ، فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً أَنْ يَقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ ، وَقَدْ جَائَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ *

৪৪৫৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... উরওয়া ইব্ন যুবায়ির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইবনুল আ'স (রা)-কে বললাম, মুশরিকরা রাসূল ﷺ-এর সাথে কঠোরতম কি আচরণ করেছে, সে সম্পর্কে আপনি আমাকে বলুন। তিনি বললেন, একদা রাসূল ﷺ কা'বা শরীফের আঙ্গিনায় সালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় উকবা ইব্ন আবূ মু'আইত আসল এবং সে রাসূল ﷺ-এর ঘাড় ধরল এবং তার কাপড় দিয়ে তাঁর গলায় পেচিয়ে খুব শক্ত করে চিপ দিল। এ সময় (হঠাৎ) আবূ বক্র (রা) উপস্থিত হয়ে তার ঘাড় ধরে রাসূল ﷺ থেকে তাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি এ ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে 'আমার রব আল্লাহ্'; অথচ তিনি তোমাদের রবের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছেন।

سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَةِ

সূরা হা-মীম আস্সাজ্দা

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ائْتِيَا طَوْعًا أَعْطِيَا ، قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ أَعْطَيْنَا وَقَالَ الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّيْ أَجِدُ فِى الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَىَّ قَالَ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ ، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ ، وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ، فَقَدْ كَتَمُوْا فِىْ هٰذِهِ الْآيَةِ ، وَقَالَ : وَالسَّمَاءُ بَنَاهَا إِلَى قَوْلِهِ دَحَاهَا ، فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْأَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ إِلَى طَائِعِيْنَ فَذَكَرَ فِىْ هٰذِهِ خَلْقَ الْأَرْضِ قَبْلَ السَّمَاءِ وَقَالَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا ، عَزِيْزًا حَكِيْمًا ، سَمِيْعًا بَصِيْرًا ، فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ فَلاَ

banglainternet.com

أنساب بينهم في النفخة الأولى ، ثم ينفخ في الصور فصعق من في
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك
ولا يتساءلون ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض
يتساءلون ، وأما قوله : ماكنا مشركين ، ولا يكتمون الله فإن الله
يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم ، وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن
مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم ، فعند ذلك عرف أن الله
لا يكتم حديثا وعنده يود الذين كفروا الآية وخلق الأرض في يومين
ثم خلق السماء ، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ،
ثم دحا الأرض ، ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى ، وخلق
الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين .فذلك قوله
دحاها ، وقوله خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من
شيء في أربعة أيام وخلقت السموات في يومين وكان الله غفورا
سمى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن الله لم يرد شيئا
إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله
. وقال مجاهد : ممنون محسوب ، أقواتها أرزاقها في كل سماء
أمرها مما أمر به ، نحسات مشائيم ، وقيضنا لهم قرناء ، تتنزل
عليهم الملائكة عند الموت ، اهتزت بالنبات ، وربت ارتفعت .
وقال غيره : من أكمامها حين تطلع ، ليقولن هذا لي أي بعملي أنا
محقوق بهذا ، سواء للسائلين قدرها سواء ، فهديناهم دللناهم
على الخير والشر ، كقوله وهديناه النجدين ، وكقوله هديناه

banglainternet.com

السَّبِيْلَ ، وَالْهُدَى الَّذِى هُوَ الْاِرْشَادُ بِمَنْزِلَةِ أَصْعَدْنَاهُ مِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ : أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ، يُوْزَعُوْنَ يُكَفُّوْنَ ، مِنْ أَكْمَامِهَا قِشْرُ الْكُفُرَّى هِيَ الْكُمُّ ، وَلِيٌّ حَمِيْمٌ اَلْقَرِيْبُ ، مِنْ مَحِيْصٍ حَاصَ حَادَ ، مِرْيَةٌ وَمُرْيَةٌ وَاحِدٌ اَيِ امْتِرَاءٌ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ الْوَعِيْدُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلَّتِي هِيَ اَحْسَنُ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْاِسَاءَةِ فَاِذَا فَعَلُوْهُ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ ، كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ .

তাউস (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "ائتياطوعا" অর্থ "اعطيا" অর্থাৎ তোমরা উভয় আস; তারা উভয়ে বলল, "اتينا طائعين" অর্থাৎ আমরা এলাম। মিনহাল (র) সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করল, আমি কুরআনে এমন বিষয় পাচ্ছি, যা আমার কাছে পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে। আল্লাহ্ বলেছেন, যে দিন (যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে) সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ খবর নেবে না।" আবার বলেছেন, "তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে খোঁজ খবর নেবে।" "তারা আল্লাহ্ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না।" আবার বলেন, (তারা বলবে) "হে আমাদের রব! আমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।" এতে বোঝা যাচ্ছে যে, তারা আল্লাহ্ থেকে নিজেদের মুশরিক হবার বিষয়টিকে লুকিয়ে রাখবে। (তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন), না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন. ...... এরপর পৃথিবীকে করেছেন সুবিস্তৃত পর্যন্ত।" এখানে আকাশকে যমীনের পূর্বে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন ; কিন্তু অন্য এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, "তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।" এখানে যমীনকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টির কথা উল্লেখ রয়েছে।

٢٥٠٩. بَابُ قَوْلُهُ: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ، عَزِيْزًا حَكِيْمًا ، سَمِيْعًا بَصِيْرًا

২৫০৯. **অনুচ্ছেদ** ঃ আল্লাহ্ বলেছেন, وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ، عَزِيْزًا حَكِيْمًا ، سَمِيْعًا بَصِيْرًا

উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রেক্ষিতে বোঝা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত গুণাবলী প্রথমে আল্লাহ্‌র মধ্যে ছিল ; কিন্তু এখন নেই। (জনৈক ব্যক্তির এসব প্রশ্ন শুনার পর) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন , "যে দিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না।" এ আয়াতের সম্পর্ক হল প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সাথে। কেননা, ইরশাদ হয়েছে যে, এরপর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। এ সময় পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অন্যের খোঁজ খবর নেবে না। তারপর শেষবারের মত শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার পর তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

banglainternet.com

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে এক আয়াতে আছে, "তারা আল্লাহ্ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারে না।" অন্য আয়াতে আছে "মুশরিকগণ বলবে যে, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না।" এর সমাধান হচ্ছে এই যে, কিয়ামতের দিন প্রথমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মুখলিস এবং অকপট লোকদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। এ দেখে মুশরিকরা বলবে, আস! আমরাও বলব, (ইয়া আল্লাহ! আমরাও তো মুশরিক ছিলাম না। তখন আল্লাহ্ পাক তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেবেন। তখন তাদের হাত কথা বলবে। এ সময় প্রকাশ পাবে যে, "তাদের কোন কথাই আল্লাহ্ থেকে গোপন রাখা যাবে না।" এবং এ সময়ই কাফিরগণ আকাঙ্ক্ষা করবে (......... হায় ! যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত)। তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে সমাধান হচ্ছে এই যে, প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা দু'দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন। এরপর আসমান সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তাকে বিন্যস্ত করেন দু'দিনে। তারপর তিনি যমীনকে বিস্তৃত করেছেন। যমীনকে বিস্তৃত করার অর্থ হচ্ছে, এর মাঝে পানি ও চারণভূমির বন্দোবস্ত করা, পাহাড় পর্বত-টিলা, উট এবং আসমান ও মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা। এ সবকিছুও তিনি আরো দু'দিনে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ دَحَاهَا -এর মধ্যে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে : وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ 'এবং তিনি দু'দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন" এ কথাও ঠিক ; তবে যমীন এবং যত কিছু যমীনের মধ্যে বিদ্যমান আছে এসব তিনি চার দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করা হয়েছে দু'দিনে।

وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا সম্বন্ধে উত্তর এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই এ সমস্ত বিশেষণযুক্ত নামের দ্বারা নিজের নামকরণ করেছেন। উল্লিখিত গুণবাচক নামের অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সর্বদাই এই গুণে গুণান্বিত থাকবেন। কারণ, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যখন কারো প্রতি কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী করেই থাকেন, সুতরাং কুরআনের আলোচ্য বিষয়ের একটিকে অপরটির বিপরীত সাব্যস্ত করবে না। কেননা, এগুলো সব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ (র) বলেছেন ممنون অর্থ مَحْسُوْبٌ অর্থাৎ গণনাকৃত। أَقْوَاتَهَا অর্থ أَرْزَاقَهَا -তাদের জীবিকা। فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا অর্থ যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। نَحِسَاتٍ অর্থ অশুভ। وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম তাদের সহচর। تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ অর্থ তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা। আর এ সময়টি হচ্ছে عِنْدَ الْمَوْتِ মৃত্যুর সময়। اهْتَزَّتْ অর্থ اهْتَزَّتْ بِالنَّبَاتِ অর্থাৎ ফলে ফুলে আন্দোলিত হয়ে উঠে। رَبَتْ অর্থ ارْتَفَعَتْ অর্থাৎ বেড়ে যায় এবং স্ফীত হয়ে উঠে। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যেরা বলেছেন, من أَكْمَامِهَا অর্থ حِيْنَ تَطْلُعُ যখন তা আবরণ হতে বিকশিত হয়। لَيَقُوْلَنَّ هذالى অর্থ بِعَمَلِي অর্থাৎ আমলের ভিত্তিতে এ সমস্ত অনুগ্রহের হকদার আমিই। سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ অর্থ قَدَّرَهَا سَوَاءً অর্থাৎ আমি সমভাবে নির্ধারণ করেছি। فَهَدَيْنَاهُمْ অর্থাৎ আমি তাদেরকে ভাল-মন্দ সম্বন্ধে পথ বাতলিয়ে দিয়েছি। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "এবং আমি তাকে দু'টি পথই দেখিয়েছি।" অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, "আমি তাকে ভাল পথের নির্দেশ দিয়েছি।" هِدَايَةٌ অর্থ

banglainternet.com

اَرْشَادٌ অর্থ পথ দেখানো এবং গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়া। এ অর্থেই কুরআনে বর্ণিত আছে যে, "তাদেরই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন। يُوزَعُونَ অর্থ يُكَفُّونَ তাদের আটক রাখা হবে। مِنْ اَكْمَامِهَا অর্থ বাকলের উপরের আবরণ। এটাকে كُمٌّ ও বলা হয়। وَلِىٌّ حَمِيمٌ এর অর্থ وَلِىٌّ قَرِيبٌ অর্থাৎ নিকটতম বন্ধু। مِنْ مَحِيصٍ শব্দটি حَاصَ عَنْهُ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, সে তার থেকে পলায়ন করেছে। مِرْيَةٌ এবং مُرْيَة একার্থবোধক শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে সন্দেহ। মুজাহিদ বলেছেন, اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ (তোমাদের যা ইচ্ছা কর) বাক্যটি মূলত সতর্কবাণী হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -এর মর্মার্থ হচ্ছে, রাগের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং অন্যায় আচরণকে ক্ষমা করে দেয়া। যখন কোন মানুষ ক্ষমা ও ধৈর্যধারণ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হেফাজত করেন এবং তার শত্রুকে তার সামনে নত করে দেন। ফলে সে তার অন্তরংগ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়।

٢٥١٠. بَابُ قَوْلِهِ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ

২৫১০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ "তোমাদের চক্ষু, কান এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না। কিন্তু তোমরা মনে করতে তোমরা যা কিছু করেছ তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।" (৪১ঃ ২২)

٤٤٥٧ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ الْاٰيَةِ قَالَ كَانَ رَجُلاَنِ مِنْ قُرَيْشٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ ثَقِيْفَ اَوْ رَجُلاَنِ مِنْ ثَقِيْفَ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ فِىْ بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَتُرَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ حَدِيْثَنَا قَالَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ، فَاُنْزِلَتْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ الْاٰيَةَ.

banglainternet.com

৪৪৫৭ সাল্ত ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) .... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌র বাণী : "তোমাদের কর্ণ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে– এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না।" আয়াত সম্পর্কে বলেন, কুরাইশ গোত্রের দুই ব্যক্তি ছিল, যাদের জামাতা ছিল বনী সাকীফ গোত্রের অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) দুই ব্যক্তি ছিল বনী সাকীফ গোত্রের আর তাদের জামাতা ছিল কুরাইশ গোত্রের। তারা সকলেই একটি ঘরে ছিল। তারা পরস্পর বলল, তোমার কি ধারণা, আল্লাহ্ কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন ? একজন বলল, তিনি আমাদের কিছু কথা শুনছেন। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তিনি যদি আমাদের কিছু কথা শুনতে পান, তাহলে সব কথাও শুনতে পাবেন। তখন নাযিল হল : "তোমাদের কান ও তোমাদের চোখ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না। .... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٢٥١١. بَابُ قَوْلِهِ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الْآيَةِ

২৫১১. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী : তা তোমাদের ধারণা .... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٤٤٥٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَيْشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَيْشِيٌّ كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتُرَوْنَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ ، قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا ، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمُ الْآيَةَ وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهٰذَا فَيَقُولُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَوِ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ حُمَيْدٌ أَحَدُهُمْ أَوِ اثْنَانِ مِنْهُمْ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَىٰ مَنْصُورٍ وَتَرَكَ ذٰلِكَ مِرَارًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ .

৪৪৫৮ হুমায়দী (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'বা শরীফের কাছে দু'জন কুরাইশী এবং একজন সাকাফী অথবা দু'জন সাকাফী ও একজন কুরাইশী একত্রিত হয়। তাদের পেটের মেদ ছিল বেশি ; কিন্তু অন্তরের বুদ্ধি ছিল কম। তাদের একজন বলল, তোমাদের কি ধারণা, আমরা যা বলছি তা কি আল্লাহ্ শুনছেন ? উত্তরে অপর এক ব্যক্তি বলল, আমরা যদি জোরে বলি, তাহলে তিনি শুনতে পান। আর যদি চুপে চুপে বলি, তাহলে তিনি শুনতে পান না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমরা জোরে বললে যদি

banglainternet.com

তিনি শুনতে পান, তাহলে চুপে চুপে বললেও তিনি শুনতে পাবেন। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন, 'তোমাদের চোখ, কান এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না ....(আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। হুমায়দী বলেন, সুফিয়ান এ হাদীস বর্ণনার সময় বলতেন, মানসূর বলেছেন, অথবা ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ অথবা হুমায়দ তাঁদের একজন বা দু'জন। এরপর তিনি মানসূরের উপরই নির্ভর করেছেন এবং একাধিকবার তিনি সন্দেহ বর্জন করে বর্ণনা করেছেন।

٢٥١٢. بَابُ قَوْلِهِ فَإِنْ يَصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اِنْ يَسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ

২৫১২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "এখন তারা ধৈর্যধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং তারা ক্ষমা চাইলেও তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না।" (৪১ ঃ ২৪)

٤٤٥٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنَحْوِهِ *

৪৪৫৯ আম্‌র ইব্‌ন আলী (র) ....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى

সূরা শূরা

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقِيْمًا لاَ تَلِدُ ، رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا الْقُرْاٰنُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ نَسْلٌ بَعْدَ نَسْلٍ ، لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا لاَ خُصُوْمَةَ . طَرْفٍ خَفِيٍّ ذَلِيْلٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهِ يَتَحَرَّكْنَ وَلاَ يَجْرِيْنَ فِي الْبَحْرِ . شَرَعُوْا ابْتَدَعُوْا

banglainternet.com

হযরত ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। عَقِيْمًا অর্থ বন্ধ্যা। رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا -এর দ্বারা আল কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন- يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ -এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে

গর্ভাশয়ের মধ্যে ধারাবাহিক বংশ পরম্পরার সাথে সৃষ্টি করতে থাকবেন। لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا অর্থ আমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। طَرْفٍ خَفِيٍّ অর্থাৎ অবনমিত। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যদের থেকে বর্ণিত। فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ -এর অর্থ নৌযানগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে আন্দোলিত হতে থাকে; কিন্তু চলতে পারবে না। شَرَعُوا - তারা আবিষ্কার করেছে।

٢٥١٣. بَابُ قَوْلِهِ اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

২৫১৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -আত্মীয়ের সৌহার্দ ব্যতীত।

٤٤٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ، فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَجِلْتَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلاَّ كَانَ لَهُ فِيْهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ اِلاَّ اَنْ تَصِلُوْا مَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ *

৪৪৬০ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তাকে اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর (কাছে উপস্থিত) হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ির (রা) বললেন, এর অর্থ নবী পরিবারের আত্মীয়তার বন্ধন। (এ কথা শুনে) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তুমি তাড়াহুড়া করে ফেললে। কুরাইশের কোন শাখা ছিল না যেখানে নবী ﷺ-এর আত্মীয়তা ছিল না। রাসূল ﷺ তাদের বলেছেন, আমার এবং তোমাদের মাঝে যে আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে তার ভিত্তিতে তোমরা আমার সঙ্গে আত্মীয়সুলভ আচরণ কর। এই আমি তোমাদের থেকে কামনা করি।

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ

সূরা যুখরুফ

banglainternet.com

وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَلٰى اُمَّةٍ عَلٰى اِمَامٍ ، وَقِيْلَهُ يَارَبِّ تَفْسِيْرُهُ ، اَيَحْسَبُوْنَ

أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُمْ وَلاَ نَسْمَعُ قِيلَهُمْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
وَلَوْلاَ أَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ، لَوْلاَ أَنْ أَجْعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّارًا
لَجَعَلْتُ لِبُيُوْتِ الْكُفَّارِ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ مِنْ فِضَّةٍ وَهِيَ دَرَجٌ
وَسُرُرَ فِضَّةٍ ، مُقْرِنِيْنَ مُطِيقِيْنَ ، آسَفُوْنَا أَسْخَطُوْنَا يَعْشُ يَعْمٰى .
وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ أَيْ تُكَذِّبُوْنَ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ لاَ
تُعَاقَبُوْنَ عَلَيْهِ ، وَمَضٰى مَثَلُ الْأَوَّلِيْنَ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ ، مُقْرِنِيْنَ يَعْنِيْ
الْإِبِلَ وَالْخَيْلَ الْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ الْجَوَارِيْ جَعَلْتُمُوْهُنَّ
لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ، فَكَيْفَ تَحْكُمُوْنَ لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ، يَعْنُوْنَ
الْأَوْثَانَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ الْأَوْثَانِ إِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ
فِيْ عَقِبِهِ وَلَدِهِ مُقْتَرِفِيْنَ يَمْشُوْنَ مَعًا ، سَلَفًا قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ
أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَثَلاً عِبْرَةً ، يَصُدُّوْنَ يَضِجُّوْنَ ، مُبْرِمُوْنَ مُجْمِعُوْنَ ،
أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّنِيْ بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ الْعَرَبُ تَقُوْلُ
نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءُ وَالْخَلاَءُ وَالْوَاحِدُ وَالْاِثْنَانِ وَالْجَمِيْعُ مِنَ الْمُذَكَّرِ
وَالْمُؤَنَّثِ يُقَالُ فِيْهِ بَرَاءٌ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَلَوْ قَالَ بَرِيْءٌ لَقِيْلَ فِي الْاِثْنَيْنِ
بَرِيْئَانِ وَفِي الْجَمِيْعِ بَرِيْئُوْنَ ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ إِنَّنِيْ بَرِيْءٌ بِالْيَاءِ ،
وَالزُّخْرُفُ الذَّهَبُ ، مَلاَئِكَةً يَخْلُفُوْنَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

মুজাহিদ (র) বলেছেন, عَلٰى أُمَّةٍ অর্থ এক নেতার অনুসারী। وَقِيْلِهِ يَارَبِّ -এর ব্যাখ্যা এই যে, কাফিররা কি মনে করে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না এবং আমি তাদের কথাবার্তা শুনি না? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, وَلَوْلاَ أَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا অর্থাৎ যদি সমস্ত মানুষের কাফের হয়ে যাবার আশংকা না থাকত, তাহলে আমি কাফেরদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত ছাদ এবং রৌপ্য নির্মিত মা'রিজ অর্থাৎ সিঁড়ি আর রৌপ্য নির্মিত পালঙ্ক। مُقْرِنِيْنَ সামর্থ্যবান লোক। آسَفُوْنَا - তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল। يَعْشُ অন্ধ হয়ে যায়। মুজাহিদ বলেছেন,

banglainternet.com

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ তোমরা কুরআন শরীফকে মিথ্যা মনে করবে, তারপর এজন্য কি তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে না ? وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ অর্থাৎ পূর্ববর্তী লোকদের দৃষ্টান্ত। مُقْرِنِيْنَ উট, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে বোঝানো হয়েছে। يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ অর্থাৎ কন্যা সন্তান ; এদের তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তান সাব্যস্ত করছ– এ তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ আয়াতাংশে বর্ণিত هُمْ সর্বনাম-এর দ্বারা মূর্তিকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন, مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ অর্থাৎ এ সম্বন্ধে প্রতিমাদের কোন জ্ঞান নেই। فِيْ عَقِبِهِ অর্থাৎ তার সন্তানদের মধ্যে مُقْتَرِنِيْنَ অর্থ এক সাথে তারা চলে আসছিল। سَلَفًا দ্বারা উদ্দেশ্য ফিরাউন স ম্প্রদায়। কেননা, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মতের কাফেরদের জন্য তারা হচ্ছে অগ্রগামী দল এবং তারা হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের এক নমুনা। يَصِدُّوْنَ অর্থাৎ তারা শোরগোল আরম্ভ করে দেয়। مُبْرِمُوْنَ অর্থাৎ আমিই তো সিদ্ধান্তকারী। أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ অর্থাৎ মু'মিনদের অগ্রণী। إِنَّنِيْ بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ আরবরা বলে, نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءُ وَالْخَلَاءُ - আমরা তোমার থেকে পৃথক وَاحِدٌ - مُذَكَّرٌ - مُؤَنَّثٌ - جَمْعٌ - تَثْنِيَةٌ - সকল ক্ষেত্রে بَرَاءٌ শব্দটি সমভাবে ব্যবহৃত হয়। কেননা, এ শব্দটি হচ্ছে مَصْدَرٌ। যদি بَرِيءٌ বল, তাহলে اثْنَيْنِ-এর মধ্যে বলা হবে بَرِيْئَانِ এবং جَمْعٌ এ-র মধ্যে বলা হবে بَرِيْئُوْنَ আবদুল্লাহ্ إِنَّنِيْ بَرِيْءٌ (ياء দ্বারা) পাঠ করতেন। زُخْرُفٌ অর্থ স্বর্ণ। مَلٰئِكَةً يَخْلُفُوْنَ অর্থাৎ তারা পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হতো।

٢٥١٤. بَابُ قَوْلِهِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ الْآيَةَ

২৫১৪. **অনুচ্ছেদ** ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ - "তারা চীৎকার করে বলবে, হে মালিক ! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের নিঃশেষ করে দেন।"

٤٤٦١ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ، وَقَالَ قَتَادَةُ مَثَلًا لِلْآخِرِيْنَ عِظَةً . وَقَالَ غَيْرُهُ مُقْرِنِيْنَ ضَابِطِيْنَ ، يُقَالُ فُلَانٌ مُقْرِنٌ لِفُلَانٍ ضَابِطٌ لَهُ ، وَالْأَكْوَابُ الْأَبَارِيْقُ الَّتِيْ لَا خَرَاطِيْمَ لَهَا أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ أَيْ مَا كَانَ فَأَنَا أَوَّلُ الْآنِفِيْنَ وَهُمَا لُغَتَانِ رَجُلٌ عَابِدٌ وَعَبِدٌ . وَقَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ ، وَيُقَالُ أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ الْجَاحِدِيْنَ

banglainternet.com

مِنْ عَبَدَ يَعْبَدُ وَقَالَ قَتَادَةُ فِىْ أُمِّ الْكِتَابِ ، جُمْلَةُ الْكِتَابِ أَصْلُ الْكِتَابِ ، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ مُشْرِكِيْنَ ، وَاللّٰهِ لَوْ أَنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ أَوَائِلُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ لَهَلَكُوْا ، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا . وَمَضٰى مَثَلُ الْأَوَّلِيْنَ عُقُوْبَةُ الْأَوَّلِيْنَ جُزْءًا عِدْلًا ★

৪৪৬১ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র) .... ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মিম্বরে পড়তে শুনেছি وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ (তারা চীৎকার করে বলবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের নিঃশেষ করে দেন।) কাতাদা বলেন, مَثَلًا لِلْاٰخِرِيْنَ এর অর্থ পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ। কাতাদা (র) ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্‌সির বলেছেন, مُقْرِنِيْنَ -নিয়ন্ত্রণকারী। বলা হয় فُلَانٌ مُقْرِنٌ فُلَانًا অর্থাৎ তার নিয়ন্তা। اَلْاَكْوَابُ অর্থ হাত বিহীন পানপাত্র। أَوَّلُ عَابِدِيْنَ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কোন সন্তান নেই- এ কথা প্রত্যাখ্যানকারী সর্বপ্রথম আমি নিজেই। رَجُلٌ عَابِدٌ وَعَبِدٌ দুই ধরনের ব্যবহার রয়েছে। আবদুল্লাহ্‌ ইবন মাসউদ (রা) (قيله يارب) -এর পরিবর্তে وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَارَبِّ পাঠ করতেন। কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ -এ বর্ণিত عَابِدِيْنَ শব্দটি عَبِدَ يَعْبَدُ থেকে; যার অর্থ অস্বীকারকারী। কাতাদা (র) বলেন أُمُّ الْكِتَابِ অর্থাৎ মূল কিতাব। أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ -এর মাঝে উল্লিখিত مُسْرِفِيْنَ -এর অর্থ مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ আমি কি তোমাদের হতে এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নেব এই কারণে যে, তোমরা মুশরিক? আল্লাহ্‌র কসম, এ উম্মতের প্রাথমিক অবস্থায় যখন (কুরাইশগণ) আল-কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন যদি তাকে প্রত্যাহার করা হত, তাহলে তাঁরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যেত। فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا . وَمَضٰى مَثَلُ الْأَوَّلِيْنَ -এর মাঝে বর্ণিত مَثَلُ الْأَوَّلِيْنَ -এর অর্থ তাদের মধ্যে যারা তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, তাদের আমি ধ্বংস করেছিলাম। আর এভাবেই চলে এসেছে পূর্ববর্তী লোকদের শাস্তির দৃষ্টান্ত। جُزْءٌ অর্থ সমকক্ষ।

سُوْرَةُ الدُّخَانِ

সূরা দুখান

banglainternet.com

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رَهْوًا طَرِيْقًا يَابِسًا ، عَلَى الْعَالَمِيْنَ عَلٰى مَنْ بَيْنَ

ظَهْرِيًّا ، فَاعْتِلُوهُ ادْفَعُوهُ : وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ أَنْكَحْنَاهُمْ حُورًا عِينًا يَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ ، تَرْجُمُونِ الْقَتْلَ ، وَرَهْوًا سَاكِنًا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، كَالْمُهْلِ أَسْوَدُ كَمُهْلِ الزَّيْتِ . وَقَالَ غَيْرُهُ تُبَّعٍ مُلُوكُ الْيَمَنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّى تُبَّعًا لأَنَّهُ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ ، وَالظِّلُّ يُسَمَّى تُبَّعًا لأَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ .

মুজাহিদ (র) বলেন, رَهْوًا -শুষ্ক পথ। عَلَى الْعَالَمِينَ -সমকালীন লোকদের উপর। فَاعْتِلُوهُ -নিক্ষেপ কর তাকে। وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ -আমি তাদের ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূরদের সাথে বিয়ে দেব, যাদেরকে দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। تَرْجُمُونِ -হত্যা করা। رَهْوًا -স্থির। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, كَالْمُهْلِ -যায়তুনের গাদের মত কাল। অন্যরা বলেছেন, تُبَّعٍ -ইয়ামানের বাদশাদের উপাধি। তাদের একজনের পর যেহেতু অপরজনের আগমন ঘটত, এজন্য তাদের প্রত্যেক বাদশাহ্‌কেই تُبَّعٍ বলা হত। ছায়াকেও تُبَّعٍ বলা হয়। কেননা, ছায়া সূর্যের অনুসরণ করে।

٢٥١٥. بَابٌ قَوْلُهُ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ قَالَ قَتَادَةُ : فَارْتَقِبْ فَانْتَظِرْ

২৫১৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ "অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ।" (৪৪ ঃ ১০) কাতাদা (র) বলেন, فَارْتَقِبْ -অপেক্ষা কর।

٤٤٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَضَى خَمْسٌ الدُّخَانُ وَالرُّومُ وَالْقَمَرُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ *

৪৪৬২ আবদান (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি নিদর্শনই বাস্তবায়িত হয়ে গিয়েছে। ধোঁয়া (দুর্ভিক্ষ), রোম (পরাজয়), চন্দ্র (দ্বিখণ্ডিত হওয়া), পাকড়াও (বদর যুদ্ধে) এবং ধ্বংস।

٢٥١٦. بَابٌ قَوْلُهُ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

banglainternet.com

২৫১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ - "তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে, এ হবে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (৪৪ ঃ ১১)

٤٤٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا لِاَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ ، فَاَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتّٰى اَكَلُوْا الْعِظَامَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرٰى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ . فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ . قَالَ فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَسْقِ اللّٰهَ لِمُضَرَ فَاِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ ، قَالَ لِمُضَرَ اِنَّكَ لَجَرِيْءٌ ، فَاسْتَسْقٰى فَسُقُوْا . فَنَزَلَتْ : اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ ، فَلَمَّا اَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوْا اِلٰى حَالِهِمْ حِيْنَ اَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ . قَالَ يَعْنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ *

৪৪৬৩ ইয়াহ্ইয়া (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন, অবস্থা এ জন্য যে, কুরাইশরা যখন রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী করল, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে এমন দুর্ভিক্ষের দোয়া করলেন, যেমন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়ে। তারপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে আপতিত হ'ল যে, তারা হাড্ডি খেতে আরম্ভ করল। তখন মানুষ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তাড়নায় তারা আকাশ ও তাদের মধ্যে শুধু ধোঁয়ার মত দেখতে পেত। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ নাযিল করলেন, "অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মন্তুদ শাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট (কাফেরদের পক্ষ থেকে) এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুদার গোত্রের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন। তারা তো ধ্বংস হয়ে গেল। তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, মুদার গোত্রের জন্য দোয়া করতে বলছ। তুমি তো খুব সাহসী। তারপর তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন এবং বৃষ্টি হল। তখন নাযিল হল, তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। যখন তাদের সচ্ছলতা ফিরে এলো, তখন আবার নিজেদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। তারপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন, "যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদের প্রতিশোধ নেবই। বর্ণনাকারী বলেন, অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন।

banglainternet.com

২৫১৭. بَابٌ قَوْلُهُ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ

২৫১৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী : رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ "তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে এ শাস্তি থেকে মুক্তি দান কর, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনব।" (৪৪ : ১২)

[٤٤٦٤] حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لاَ تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا غَلَبُوا النَّبِيَّ ﷺ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكَلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجَهْدِ ، حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ ، كَهَيْئَةِ ، الدُّخَانِ مِنَ الْجُوعِ ، قَالُوا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ، فَقِيلَ لَهُ إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوا ، فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا ، فَانْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ، إِلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ .

[৪৪৬৪] ইয়াহ্‌ইয়া (র) ....মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, একথা বলাও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ তার নবী ﷺ -কে বলেছেন, "বল, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি বানোয়াটকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" কুরাইশরা যখন নবী ﷺ -এর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করল এবং বিরোধিতা করল, তখন তিনি দোয়া করলেন, ইয়া আল্লাহ্! হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। তারপর দুর্ভিক্ষ তাদেরকে পাকড়াও করল। ক্ষুধার জ্বালায় তারা হাড্ডি এবং মরা খেতে আরম্ভ করল। এমনকি তাদের কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় তার ও আকাশের মাঝে শুধু ধোঁয়ার মতই দেখতে পেত। তখন তারা বলল, "হে আমাদের রব! আমাদের থেকে এ শাস্তি সরিয়ে নাও, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনব।" তাঁকে বলা হল, যদি আমি তাদের থেকে শাস্তি রহিত করে দেই, তাহলে তারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। তারপর তিনি তাঁর রবের নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ্ তাদের থেকে শাস্তি রহিত করে দিলেন; কিন্তু তারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এল। তাই আল্লাহ্ বদর

banglainternet.com

যুদ্ধের দিন তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াত يَوْمَ تَاتِيْ .... اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ পর্যন্ত।

٢٥١٨. بَابُ قَوْلُهُ اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مُبِيْنٌ ، اَلذِّكْرُ وَالذِّكْرٰى وَاحِدٌ

২৫১৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مُبِيْنٌ "তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে ; তাদের নিকট তো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্য দানকারী এক রাসূল"। (৪৪ ঃ ১৩) اَلذِّكْرُ এবং الذكرى একার্থবোধক শব্দ।

٤٤٦٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا دَعَا قُرَيْشًا كَذَّبُوْهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ ، فَاَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ يَعْنِىْ كُلَّ شَيْءٍ ، حَتّٰى كَانُوْا يَاْكُلُوْنَ الْمَيْتَةَ فَكَانَ يَقُوْمُ اَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوْعِ ، ثُمَّ قَرَاَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ، حَتّٰى بَلَغَ اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : اَفَيُكْشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرٰى يَوْمَ بَدْرٍ *

৪৪৬৫ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) .... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্র কাছে গেলাম। তারপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কুরাইশদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল ও তার নাফরমানী করল, তখন তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্! হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। ফলে দুর্ভিক্ষ তাদের এমনভাবে গ্রাস করল যে, নির্মূল হয়ে গেল সমস্ত কিছু ; অবশেষে তারা মৃতদেহ খেতে আরম্ভ করল। তাদের কেউ দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় সে তার ও আকাশের মাঝে ধোঁয়ার মতই দেখতে পেত। এরপর তিনি পাঠ করলেন, "অতএব তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের, যে দিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মন্তুদ শাস্তি। আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করছি, তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।" পর্যন্ত

banglainternet.com

আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, কিয়ামতের দিনও কি তাদের থেকে শাস্তি রহিত করা হবে? তিনি বলেন, اَلْبَطْشَةُ الْكُبْرٰى দ্বারা বদরের দিনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٢٥١٩. بَابُ قَوْلِهِ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ

২৫১৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ "এরপর তারা তাকে অমান্য করে বলে সে তো শিখানো বুলি বলছে, সে তো এক পাগল।" (৪৪ : ১৪)

٤٤٦٦ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَقَالَ قُلْ مَا اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ، فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا رَاٰى قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَاَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتّٰى حَصَّتْ كُلَّ شَىْءٍ حَتّٰى اَكَلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُوْدَ . فَقَالَ اَحَدُهُمْ حَتّٰى اَكَلُوا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ ، فَاَتَاهُ اَبُوْ سُفْيَانَ ، فَقَالَ اِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا ، فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ تَعُوْدُوْا بَعْدَ هٰذَا فِىْ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ ، ثُمَّ قَرَاَ : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ اِلٰى عَائِدُوْنَ اَيُكْشَفُ عَذَابُ الْاٰخِرَةِ . فَقَدْ مَضٰى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ ، وَقَالَ اَحَدُهُمُ الْقَمَرُ ، وَقَالَ الْاٰخَرُ الرُّوْمُ .

৪৪৬৬ বিশর্ ইব্‌ন খালিদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ -কে পাঠিয়ে বলেছেন, "বল, আমি এর জন্য তোমাদের কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দেখলেন যে, কুরাইশরা তাঁর নাফরমানী করছে, তখন তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্ ! ইউসুফ (আ)-এর সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। ফলে দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করল। নিঃশেষ করে দিল তাদের সমস্ত কিছু, এমনকি তারা হাড় এবং চামড়া খেতে আরম্ভ করল। আর একজন রাবী বলেছেন, তারা চামড়া ও মৃতদেহ খেতে লাগল । তখন যমীন থেকে ধোঁয়ার মত বের হতে লাগল। এ সময় আবূ সুফিয়ান নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার কওম তো ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র

banglainternet.com

কাছে দোয়া কর, যেন তিনি তাদের থেকে এ অবস্থা দূরীভূত করে দেন। তখন তিনি দোয়া করলেন, এবং বললেন, এরপর তারা আবার নিজেদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। মানসুর থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, "অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের, যে দিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ, তোমরা তো পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবেই....... পর্যন্ত। (তিনি বলেন) আখিরাতের শাস্তিও কি দূরীভূত হয়ে যাবে? ধোঁয়া, প্রবল পাকড়াও এবং ধ্বংস তো অতীত হয়েছে। এক রাবী চন্দ্র এবং অন্য রাবী রোমের পরাজয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন।

٢٥٢٠. بَابُ قَوْلِهِ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ

২৫২০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ "যে দিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দেবই।" (৪৪ ঃ ১৬)

٤٤٦٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ اَللِّزَامُ ، وَالرُّوْمُ ، وَالْبَطْشَةُ ، وَالْقَمَرُ ، وَالدُّخَانُ *

৪৪৬৭ ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় ঘটে গেছে ঃ ধ্বংস, রূম, পাকড়াও, চন্দ্র ও ধোঁয়া।

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ

সূরা জাছিয়া

مُسْتَوْفِزِيْنَ عَلَى الرُّكَبِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، نَسْتَنْسِخُ نَكْتُبُ ، نَنْسَاكُمْ نَتْرُكُكُمْ وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ الْاٰيَةَ *

جَاثِيَةٌ অর্থ ভয়ে নতজানু। মুজাহিদ (র) বলেন, نَسْتَنْسِخُ অর্থ - আমি লিপিবদ্ধ করছিলাম। نَنْسَاكُمْ অর্থ -আমি তোমাদেরকে বর্জন করব। وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ -এবং সময়ই আমাদের ধ্বংস করে।

banglainternet.com

٤٤٦٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

৪৪৬৮ হুমায়দী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যমানাকে গালি দেয় ; অথচ আমিই যমানা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা ; রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি।

سُوْرَةُ الأَحْقَافِ

সূরা আহকাফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ تُفِيْضُوْنَ تَقُوْلُوْنَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَثَرَةٍ وَأُثْرَةٍ وَأَثَارَةٍ بَقِيَّةُ عِلْمٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ لَسْتُ بِأَوَّلِ الرُّسُلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ أَرَأَيْتُمْ هٰذِهِ الأَلِفُ إِنَّمَا هِيَ تَوَعُّدٌ إِنْ صَحَّ مَا تَدْعُوْنَ لاَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ أَرَأَيْتُمْ بِرُؤْيَةِ الْعَيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَتَعْلَمُوْنَ أَبَلَغَكُمْ أَنَّ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ خَلَقُوْا شَيْئًا .

মুজাহিদ (র) বলেন, تُفِيْضُوْنَ অর্থ-তোমরা বলছ বা বলবে। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, أَثَرَةٌ ، أَثَارَةٌ এবং أُثْرَةٌ -এর অর্থ ইলমের অবশিষ্ট অংশ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ -এর অর্থ, আমি তো প্রথম রাসূল নই। অন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, أَرَأَيْتُمْ -এর الف অক্ষরটি اسْتِفْهَام تَهْدِيْد -এর জন্য এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের দাবি যদি ঠিক হয়, তাহলেও তাদের ইবাদত করার উপযুক্ত তারা নয়। أَرَأَيْتُمْ -এর অর্থ, চোখে দেখা নয় ; বরং এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত করছ, তারা কি কোন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম ?

২০২১. بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِيْ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ، فَيَقُوْلُ مَا هٰذَا إِلاَّ أَسَاطِيْرُ الأَوَّلِيْنَ

banglainternet.com

২০২১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِيْ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ

خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ، فَيَقُوْلُ مَا هٰذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ "আর এমন লোক আছে যে, তার পিতামাতাকে বলে, তোমাদের জন্য আফসোস ! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব, যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে। তখন তার মাতাপিতা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্য! ঈমান আন– আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, এ তো অতীতকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়" পর্যন্ত।" (৪৬ : ১৭)

٤٤٦٩ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْحِجَازِ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ اَبِيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ شَيْئًا ، فَقَالَ خُذُوْهُ فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوْا فَقَالَ مَرْوَانُ اِنَّ هٰذَا الَّذِيْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ، وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَكُمَا اَتَعِدَانِنِيْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْنَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلاَّ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ عُذْرِيْ *

৪৪৬৯ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল .... ইউসুফ ইব্‌ন মাহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ছিলেন হিজাযের গভর্নর। তাকে নিয়োগ করেছিলেন মু'আবিয়া (রা)। তিনি একদা খুতবা দিলেন এবং তাতে ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার কথা বারবার উল্লেখ করতে লাগলেন, যেন তাঁর পিতার ইন্তিকালের পর তার বায়আত গ্রহণ করা হয়। এ সময় তাকে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর কিছু কথা বললেন, মারওয়ান বললেন, তাঁকে পাকড়াও কর। তৎক্ষণাৎ তিনি আয়েশা (রা)-এর ঘরে চলে গেলেন। তারা তাঁকে ধরতে পারল না। তারপর মারওয়ান বললেন, এ তো সেই ব্যক্তি যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, "আর এমন লোক আছে যে, মাতাপিতাকে বলে, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে,আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে, তখন তার মাতাপিতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্য। বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে এ তো অতীতকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।"

۲۰۲۲. بَابُ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَارِضٌ السَّحَابُ

banglainternet.com

২৫২২.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ "এরপর যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল, এ তো মেঘ, আমাদের বৃষ্টি দান করবে। (হূদ বলল) এ তো তা যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ, এতে রয়েছে এ ঝড়– মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী।" (৪৬ ঃ ২৪) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, عَارِضٌ অর্থ মেঘ।

٤٤٧٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَاحِكًا حَتّٰى أَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ، قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَأٰى غَيْمًا أَوْ رِيْحًا عُرِفَ فِيْ وَجْهِهِ، قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوْا رَجَاءَ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِيْ وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِّيْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ، وَقَدْ رَأٰى قَوْمٌ الْعَذَابَ، فَقَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا *

৪৪৭০ আহমদ (র) .... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে এমনভাবে কখনো হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর কণ্ঠনালীর আলজিভ দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। যখনই তিনি মেঘ অথবা ঝঞ্ঝা বায়ু দেখতেন, তখনই তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠত। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! মানুষ যখন মেঘ দেখে, তখন বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। কিন্তু আপনি যখন মেঘ দেখেন, তখন আমি আপনার চেহারায় আতংকের ছাপ পাই। তিনি বললেন, হে আয়েশা ! এতে যে আযাব নেই, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। বাতাসের দ্বারাই তো এক কওমকে আযাব দেয়া হয়েছে। সে কওম তো আযাব দেখে বলেছিল, এ তো আমাদের বৃষ্টি দান করবে।

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ

সূরা মুহাম্মাদ

banglainternet.com

أَوْزَارَهَا آثَامَهَا، حَتّٰى لَا يَبْقٰى إِلَّا مُسْلِمٌ، عَرَّفَهَا بَيَّنَهَا، وَقَالَ مُجَاهِدٌ:

مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلِيُّهُمْ ، عَزَمَ الْاَمْرُ جَدَّ الْاَمْرُ ، فَلَا تَهِنُوْا لَا تَضْعُفُوْا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، اَضْغَانَهُمْ حَسَدَهُمْ ، اٰسِنٍ مُتَغَيِّرٍ *

اَوْزَارَهَا -অর্থ তার অস্ত্র, যাতে মুসলমান ব্যতীত আর কেউ বাকী না থাকে। عَرَّفَهَا অর্থ, বর্ণনা করে দিয়েছেন তার সম্বন্ধে। মুজাহিদ বলেন, مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ তাদের অভিভাবক। عَزَمَ الْاَمْرُ অর্থ, কোন বিষয়ের তথা জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে। لَا تَهِنُوْا অর্থাৎ তোমরা দুর্বল হয়ো না। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, اَضْغَانَهُمْ অর্থ তাদের হিংসা। اٰسِنٍ অর্থ, দূষিত হয়ে স্বাদ বদলে গেছে।

٢٥٢٣. بَابٌ قَوْلُهُ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ

২৫২৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ - "এবং আত্মীয়ের বন্ধন ছিন্ন করবে।"

٤٤٧١ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِيْ مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ ، فَاَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمٰنِ ، فَقَالَ لَهُ مَهْ قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ ، قَالَ اَلَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ، قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ ، قَالَ فَذَاكِ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ *

৪৪৭১ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন। এ থেকে তিনি ফারেগ হলে 'রাহিম' (রক্তসম্পর্ক) দাঁড়িয়ে পরম করুণাময়ের আঁচল টেনে ধরল। তিনি তাকে বললেন, থামো। সে বলল, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ব্যক্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। আল্লাহ্ বললেন, যে তোমাকে সম্পৃক্ত রাখে, আমিও তাকে সম্পৃক্ত রাখব; আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব- এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও ? সে বলল, নিশ্চয়ই, হে আমার প্রভু। তিনি বললেন, যাও তোমার জন্য তাই করা হল। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, ইচ্ছা হলে তোমরা পড়, "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।"

banglainternet.com

٤٤٧٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ

حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهٰذَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ (الخ) *

৪৪৭২ ইব্রাহীম ইব্ন হামযা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (এরপর তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইচ্ছা হলে তোমরা পড় ("ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।")

٤٤٧٣ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي الْمُزَرِّدِ بِهٰذَا ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ (الخ) *

৪৪৭৩ বিশ্র ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... মু'আবিয়া ইব্ন আবুল মুযার্রাদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (আবূ হুরায়রা বলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইচ্ছা হলে তোমরা পড়, (ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে)।

سُوْرَةُ الْفَتْحِ

সূরা ফাত্হ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمُ السَّحْنَةُ ، وَقَالَ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ اَلتَّوَاضُعُ شَطْأَهُ فِرَاخَهُ ، فَاسْتَغْلَظَ غَلُظَ ، سُوْقِهِ السَّاقُ حَامِلَةُ الشَّجَرَةِ وَيُقَالُ دَائِرَةُ السَّوْءِ كَقَوْلِكَ رَجُلُ السَّوْءِ وَدَائِرَةُ السَّوْءِ الْعَذَابُ ، تُعَزِّرُوْهُ تَنْصُرُوْهُ ، شَطْأَهُ شَطْءُ السُّنْبُلِ تُنْبِتُ الْحَبَّةُ عَشْرًا وَثَمَانِيًا وَسَبْعًا ، فَيَقْوَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَذَاكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَآزَرَهُ قَوَّاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً لَمْ تَقُمْ عَلَى سَاقٍ ، وَهُوَ مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللّٰهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصْحَابِهِ كَمَا قَوَّى الْحَبَّةَ بِمَا يُنْبِتُ مِنْهَا .

banglainternet.com

মুজাহিদ (র) বলেন, سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ অর্থ তাদের মুখমণ্ডলের নিদর্শন। মানসূর মুজাহিদের

সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বিনয় ও নম্রতা। شَطْأَهُ অর্থ, কিশলয়। فَاسْتَغْلَظَ অর্থ মোটা হয়, পুষ্ট হয়। سُوْقِهِ অর্থ ঐ কাণ্ড যা গাছকে দাঁড় করিয়ে রাখে। دَائِرَةُ السَّوْءِ শব্দটি এখানে رَجُلُ السَّوْءِ -এর মত ব্যবহৃত হয়েছে। دَائِرَةُ السَّوْءِ -এর অর্থ শাস্তি। تُعَزِّرُوْهُ – তাঁরা তাকে সাহায্য করে। شَطْأَهُ অর্থ কিশলয়, একটি বীজ থেকে দশ, আট এবং সাতটি করে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَآزَرَهُ (এরপর এটা শক্তিশালী হয়) এর মধ্যে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। অঙ্কুর যদি একটি হয় তাহলে তা কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ উপমাটি নবী ﷺ সম্বন্ধে ব্যবহার করেছেন, কেননা, প্রথমত তিনি একাই দাওয়াত নিয়ে বের হয়েছেন, তারপর সাহাবীদের দ্বারা (আল্লাহ্) তাকে শক্তিশালী করেছেন যেমন বীজ থেকে উদগত অঙ্কুর দ্বারা বীজ শক্তিশালী হয়।

٢٥٢٤. بَابٌ قَوْلُهُ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا

১

২৫২৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।"

٤٤٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسِيْرُ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَاَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سَاَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَاَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَكِلَتْ اُمُّ عُمَرَ نَزَرْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ لاَيُجِيْبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ بَعِيْرِيْ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ اَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيْتُ اَنْ يُنْزَلَ فِيَّ الْقُرْاٰنُ فَمَا نَشِبْتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِيْ ، فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ نَزَلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ ، فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ . ثُمَّ قَرَاَ : اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا *

৪৪৭৪ আবদুল্লাহ্ ইবন আসলাম (র) .... আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের বেলা কোন এক সফরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা)-ও চলছিলেন। হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) তাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কোন জবাব দেননি।

banglainternet.com

তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। তারপর তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এবারও তিনি কোন জবাব দিলেন না। তখন উমর (রা) (নিজেকে) বললেন, উমরের মা হারাক। তুমি তিনবার রাসূল ﷺ -কে প্রশ্ন করলে, কিন্তু একবারও তিনি তোমার জবাব দিলেন না। উমর (রা) বলেন, তারপর আমি আমার উটটি দ্রুত চালিয়ে লোকদের আগে চলে গেলাম এবং আমার ব্যাপারে কুরআন নাযিলের আশংকা করলাম। বেশিক্ষণ হয়নি, তখন শুনলাম এক আহবানকারী আমাকে আহবান করছে। আমি (মনে মনে) বললাম, আমি তো আশংকা করছিলাম যে, আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হতে পারে। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার কাছে, এই পৃথিবী, যার ওপর সূর্য উদিত হয়, তা থেকেও অধিক প্রিয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।

٤٤٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا قَالَ الْحُدَيْبِيَةُ ٭

৪৪৭৫ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا "এর দ্বারা হুদাবিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে।

٤٤٧٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ لَفَعَلْتُ ٭

৪৪৭৬ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন সূরা ফাতহ্ সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করেন। মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমি ইচ্ছা করলে নবী ﷺ -এর কিরাআত তোমাদের নকল করে শোনাতে পারি।

٢٥٢٥. بَابُ قَوْلِهِ : لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٭

২৫২৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا "যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।" (৪৮ : ২)

banglainternet.com

٤٤٧٧ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ أَنَّهُ

سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ★

৪৪৭৭ সাদাকা ইব্ন ফায্ল (র) .... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এত বেশি সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর কদমদ্বয় ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ্ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রটিসমূহ মার্জনা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না ?

٤٤٧٨ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيٰى أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ سَمِعَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا ، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلّٰى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ .

৪৪৭৮ হাসান ইব্ন আবদুল আযীয (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী ﷺ রাতে এত বেশি সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর দুই পা ফেটে যেতো। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ তো আপনার আগের ও পরের ক্রটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন ? তবু আপনি কেন তা করছেন ? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হতে ভালবাসবো না ? তাঁর মেদ বেড়ে গেলে[১] তিনি বসে সালাত আদায় করতেন। যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়তেন, তারপর রুকূ করতেন।

٢٥٢٦. بَابُ قَوْلِهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

২৫২৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ বাণী : إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا –"আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে।" (৪৮ : ৮)

٤٤٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ الَّتِىْ فِى الْقُرْاٰنِ يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

banglainternet.com

১. অর্থাৎ তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন।

شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا قَالَ فِى التَّوْرَاةِ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْاُمِّيِّيْنَ اَنْتَ عَبْدِىْ وَرَسُوْلِىْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْاَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَيَفْتَحُ بِهَا اَعْيُنًا عُمْيًا وَاٰذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا *

৪৪৭৯ আবদুল্লাহ্ (র) .... আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরআনের এ আয়াত, "আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে" তাওরাতে আল্লাহ্ এভাবে বলেছেন, হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদবাদা ও উম্মী লোকদের মুক্তি দাতারূপে। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম নির্ভরকারী (মুতাওয়াক্কিল) রেখেছি যে রূঢ় ও কঠোরচিত্ত নয়, বাজারে শোরগোলকারী নয় এবং মন্দ মন্দ দ্বারা প্রতিহতকারীও নয়; বরং তিনি ক্ষমা করবেন এবং উপেক্ষা করবেন। বক্র জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর জান কবয করবেন না। তা এভাবে যে, তারা বলবে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই। ফলে খুলে যাবে অন্ধ চোখ, বধির কান এবং পর্দায় ঢাকা অন্তরসমূহ।

٢٥٢٧. بَابُ قَوْلِهِ : هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ

২৫২৭.অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ
"তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি প্রদান করেন।" (৪৮ ঃ ৪)

٤٤٨٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يَقْرَأُ وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوْطٌ فِى الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمَّا اَصْبَحَ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْاٰنِ *

৪৪৮০ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) .... বারা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী কিরাআত পাঠ করছিলেন। তাঁর একটি ঘোড়া ঘরে বাঁধা ছিল। হঠাৎ তা পালিয়ে যেতে লাগলো। সে ব্যক্তি বেরিয়ে এসে নজর করলেন কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। ঘোড়াটি ভেগেই যাচ্ছিল। যখন ভোর হলো তখন তিনি ঘটনাটি নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, এ হলো সেই প্রশান্তি, যা কুরআন তিলাওয়াত করার সময় নাযিল হয়ে থাকে।

banglainternet.com

٢٥٢٨. بَابُ قَوْلِهٖ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ *

২৫২৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ "যখন বৃক্ষতলে তারা তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করল।" (৪৮ ঃ ১৮)

٤٤٨١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَلْفًا وَاَرْبَعَمِائَةٍ *

৪৪৮১ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার (সন্ধির) দিন আমরা এক হাজার চারশ' লোক ছিলাম।

٤٤٨٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ * وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ الْمُزَنِيَّ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ *

৪৪৮২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাগাফ্‌ফাল মুযানী (রা) (যিনি সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দুই আঙ্গুলের মাঝে কংকর নিয়ে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। উক্‌বা ইব্‌ন সুহ্‌বান (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল মুযানী (রা)-কে গোসলখানায় পেশাব করা সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি।

٤٤٨٣ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ *

৪৪৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র) .... সাবিত ইব্‌ন দাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনিও বৃক্ষতলে বায়আতকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

٤٤٨٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا وَائِلٍ اَسْاَلُهٗ فَقَالَ كُنَّا بِصِفِّيْنَ فَقَالَ رَجُلٌ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُدْعَوْنَ اِلَى كِتَابِ اللّٰهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ نَعَمْ ، فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ اِتَّهِمُوْا اَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ

banglainternet.com

رَاَيْتُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، يَعْنِى الصُّلْحَ الَّذِىْ كَانَ بَيْنَ النَّبِىِّ ﷺ
وَالْمُشْرِكِيْنَ ، وَلَوْنَرٰى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ اَلَسْنَا عَلَى
الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، اَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِى الْجَنَّةِ ، وَقَتْلاَهُمْ فِى النَّارِ ،
قَالَ بَلٰى ، قَالَ فَفِيْمَ اُعْطِىْ الدَّنِيَّةَ فِىْ دِيْنِنَا وَنَرْجِعُ ، وَلَمَّا يَحْكُمُ اللّٰهُ
بَيْنَنَا ، فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَنْ يُضَيِّعَنِى اللّٰهُ
اَبَدًا ، فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا فَلَمْ يَصْبِرْ حَتّٰى جَاءَ اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ
اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِنَّهُ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللّٰهُ اَبَدًا ، فَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْفَتْحِ *

৪৪৮৪ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইস্‌হাক সুলামী (র) .... হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়ায়িল (রা)-এর কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য এলে, তিনি বললেন, আমরা সিফ্‌ফীনের ময়দানে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললেন, তোমরা কি সে লোকদেরকে দেখতে পাচ্ছ না, যাদের আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহবান করা হচ্ছে ? আলী (রা) বললেন, হাঁ। তখন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) বললেন, প্রথমে তোমরা নিজেদের খবর নাও। হুদায়বিয়ার দিন অর্থাৎ নবী ﷺ এবং মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছিল, আমরা তা দেখেছি। যদি আমরা একে যুদ্ধ মনে করতাম, তাহলে অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম। সেদিন উমর (রা) রাসূল ﷺ-এর কাছে) এসে বলেছিলেন, আমরা কি হকের উপর নই, আর তারা কি বাতিলের উপর নয় ? আমাদের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতে, আর তাদের নিহত ব্যক্তিরা কি জাহান্নামে যাবে না ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন উমর (রা) বললেন, তাহলে কেন আমাদের দীনের ব্যাপারে অবমাননাকর্ শর্ত আরোপ করা হবে এবং আমরা ফিরে যাব ? অথচ আল্লাহ্ আমাদেরকে এ সন্ধির ব্যাপারে নির্দেশ দেননি। তখন নবী ﷺ বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ কখনো আমাকে ধ্বংস করবেন না। উমর গোস্বায় ক্ষুণ্ন মনে ফিরে গেলেন। তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। তারপর তিনি আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আবূ বক্‌র ! আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা কি বাতিলের উপর নয় ? তিনি বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ কখনো তাকে ধ্বংস করবেন না। এ সময় সূরা ফাতহ্ নাযিল হয়।

سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ

সূরা হুজুরাত

banglainternet.com

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لاَ تُقَدِّمُوْا لاَ تَفْتَاتُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَقْضِىَ

اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِهٖ ، اِمْتَحَنَ اَخْلَصَ ، لَا تَنَابَزُوْا يُدْعٰى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِسْلَامِ ، يَلِتْكُمْ يَنْقُصْكُمْ اَلَتْنَا نَقَصْنَا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ الْاٰيَةَ تَشْعُرُوْنَ تَعْلَمُوْنَ ، وَمِنْهُ الشَّاعِرُ *

মুজাহিদ (র) বলেন, لَا تُقَدِّمُوْا অর্থ, রাসূল ﷺ-এর কাছে কোন বিষয় তোমরা জিজ্ঞেস করবে না। তাহলে, আল্লাহ্ তাঁর যবানে এর ফয়সালা জানিয়ে দিবেন। اِمْتَحَنَ মানে পরিশোধিত করেছেন। لَا تَنَابَزُوْا অর্থ ইসলাম গ্রহণের পর অপরকে যেন কুফ্রীর প্রতি সম্বোধন করে না ডাকা হয়। يَلِتْكُمْ মানে লাঘব করা হবে তোমাদের اَلَتْنَا মানে হ্রাস করেছি আমি।

٢٥٢٩. بَابُ قَوْلِهٖ لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

২৫২৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ "(হে মু'মিনগণ) তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করোনা।" (৪৯ ঃ ২)। تَشْعُرُوْنَ মানে তোমরা জ্ঞাত আছ। الشَّاعِرُ শব্দটি এ ধাতু থেকেই নির্গত হয়েছে।

٤٤٨٥ حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيْلٍ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيِّرَانِ اَنْ يَّهْلِكَا اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَفَعَا اَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِيْ تَمِيْمٍ ، فَاَشَارَ اَحَدُهُمَا بِالْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ اَخِيْ بَنِيْ مُجَاشِعٍ ، وَاَشَارَ الْاٰخَرُ بِرَجُلٍ اٰخَرَ قَالَ نَافِعٌ لَا اَحْفَظُ اسْمَهُ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ مَا اَرَدْتَ اِلَّا خِلَافِيْ قَالَ مَا اَرَدْتُ خِلَافَكَ ، فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا فِيْ ذٰلِكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ الْاٰيَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ حَتّٰى يَسْتَفْهِمَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذٰلِكَ عَنْ اَبِيْهِ ، يَعْنِيْ اَبَا بَكْرٍ *

৪৪৮৫ ইয়াসারা ইব্ন সাফওয়ান ইব্ন জামীল লাখ্মী (র) .... ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, উত্তম দুই জন– আবূ বকর ও উমর (রা) নবী ﷺ-এর কাছে কণ্ঠস্বর উঁচু করে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিলেন। যখন বনী তামীম গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসেছিল। তাদের একজন বনী মাজাশে গোত্রের আকরা ইব্ন হাবিসকে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তাব করল এবং অপরজন

banglainternet.com

অন্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করল। নাফি বলেন, এ লোকটির নাম আমার মনে নেই। তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) উমর (রা)-কে বললেন, আপনার ইচ্ছাই হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। তিনি বললেন, না, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমার নেই। এ ব্যাপারটি নিয়ে তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না" .... শেষ পর্যন্ত।

ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর উমর (রা) এ তো আস্তে কথা বলতেন যে, দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা শুনতে পেতেন না। তিনি আবু বকর (রা) সম্পর্কে এ ধরনের কথা বর্ণনা করেন নি।

٤٤٨٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ
قَالَ أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَنَا أَعْلَمُ
لَكَ عِلْمَهُ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ مَا
شَأْنُكَ؟ فَقَالَ شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا
وَكَذَا، فَقَالَ مُوسَى، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ الْآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ
اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلٰكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ *

৪৪৮৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ সাবিত ইব্ন কায়স (রা)-কে খুঁজে পেলেন না। একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার কাছে তাঁর সংবাদ নিয়ে আসছি। তারপর লোকটি তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তিনি তাঁর ঘরে অবনত মস্তকে বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি অবস্থা? তিনি বললেন, খারাপ। কারণ এই (অধম) তার কণ্ঠস্বর নবী ﷺ-এর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করে কথা বলত। ফলে, তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে এবং সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তারপর লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে সংবাদ দিলেন যে, তিনি এমন এমন কথা বলছেন। মূসা বলেন, এরপর লোকটি এক মহাসুসংবাদ নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে গেলেন (এবং বললেন) নবী ﷺ আমাকে বলেছেন। তুমি যাও এবং তাকে বল, তুমি জাহান্নামী নও; বরং তুমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত।

٢٥٣٠. بَابٌ قَوْلِهِ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ

২৫৩০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ "যারা ঘরের পেছন থেকে আপনাকে উচ্চ স্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।" (৪৯ ঃ ৪)

banglainternet.com

٤٤٨٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ ، وَقَالَ عُمَرُ بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتَ إِلَى أَوْ إِلَّا خِلَافِي ، فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ ، فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا ، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتِ الْآيَةُ

৪৪৮৭ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, একবার বনী তামীম গোত্রের একদল লোক সাওয়ার হয়ে নবী ﷺ-এর কাছে আসলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, কা'কা ইব্ন মা'বাদ (রা)-কে আমীর বানানো হোক এবং উমর (রা) বললেন, আকরা ইব্ন হাবিস (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করা হোক। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আপনার ইচ্ছা হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। উত্তরে উমর (রা) বললেন, আমি আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা করিনি। এ নিয়ে তাঁরা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন, এক পর্যায়ে তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। এ উপলক্ষে আল্লাহ্ নাযিল করলেন, "হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না। .... আয়াত শেষ।

٢٥٣١. بَابُ قَوْلِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ *

২৫৩১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ "তুমি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, তা তাদের জন্য উত্তম হতো। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৪৯ ঃ ৫)

سُوْرَةُ ق

সূরা কাফ

banglainternet.com

رَجْعٌ بَعِيدٌ رَدٌّ ، فُرُوجٍ فُتُوقٍ ، وَاحِدُهَا فَرْجٌ ، وَرِيدٌ فِي حَلْقِهِ ، الْحَبْلُ حَبْلُ الْعَاتِقِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْ عِظَامِهِمْ ، تَبْصِرَةً

بَصِيْرَةٌ ، حَبُّ الْحَصِيْدِ الْحِنْطَةُ ، بَاسِقَاتٍ الطِّوَالُ ، اَفَعَيِيْنَا اَفَاَعْيَا عَلَيْنَا ، وَقَالَ قَرِيْنُهُ الشَّيْطَانُ الَّذِىْ قُيِّضَ لَهُ ، فَنَقَّبُوْا ضَرَبُوْا ، اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ لَايُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ حِيْنَ اَنْشَاَكُمْ وَاَنْشَاَ خَلْقَكُمْ ، رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ رَصَدٌ ، سَائِقٌ وَشَهِيْدٌ اَلْمَلَكَانِ ، كَاتِبٌ وَشَهِيْدٌ شَهِيْدٌ شَاهِدٌ بِالْقَلْبِ ، لُغُوْبٌ النَّصَبُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : نَضِيْدٌ اَلْكُفُرَّى مَادَامَ فِىْ اَكْمَامِهِ وَمَعْنَاهُ مَنْضُوْدٌ بَعْضُهُ عَلٰى بَعْضٍ ، فَاِذَا خَرَجَ مِنْ اَكْمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيْدٍ فِى اَدْبَارِ النُّجُوْمِ وَاَدْبَارِ السُّجُوْدِ كَانَ عَاصِمٌ يَفْتَحُ الَّتِىْ فِىْ ق وَيَكْسِرُ الَّتِىْ فِى الطُّوْرِ ، وَيُكْسَرَانِ جَمِيْعًا وَيُنْصَبَانِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَوْمَ الْخُرُوْجِ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْقُبُوْرِ *

رَجْعٌ মানে প্রত্যাবর্তন। فُرُوْجٍ মানে ফাটল। এর একবচন হলো فَرْجٌ وَرِيْدٌ فِىْ حَلْقِهِ অর্থ গ্রীবাস্থিত ধমনী। মুজাহিদ (র) বলেন, مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ দ্বারা তাদের ঐ সমস্ত হাড্ডিকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মৃত্তিকা ক্ষয় করে। تَبْصِرَةً অর্থ জ্ঞানস্বরূপ। حَبُّ الْحَصِيْدِ অর্থ গম। بَاسِقَاتٍ অর্থ সমুন্নত ও লম্বা। اَفَعَيِيْنَا অর্থ আমাদের জন্য কি ক্লান্তিকর ছিল? وَقَالَ قَرِيْنُهُ অর্থ ঐ শয়তান যা তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। فَنَقَّبُوْا অর্থ ضَرَبُوْا তারা ভ্রমণ করেছে। اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ অর্থ, যে কুরআন শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে, এ ছাড়া অন্য কোন দিকে তার মনোযোগ নেই। رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ মানে প্রহরী। سَائِقٌ وَشَهِيْدٌ দুইজন ফেরেশতা—একজন লেখক এবং অন্যজন সাক্ষী। شَهِيْدٌ - অন্তরের অন্তস্থল থেকে সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তিকে شَهِيْدٌ বলা হয়। لُغُوْبٌ অর্থ ক্লান্তি। মুজাহিদ (র) ব্যতীত অন্য মুফাসসিরগণ বলেছেন, نَضِيْدٌ ফুলের কলি যা এখনো প্রস্ফুটিত হয়নি। এখানে শব্দটি ভাঁজ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রস্ফুটিত ফুলের কলিকে نَضِيْدٌ বলা হয় না। কারী আসিম (র) সূরা 'কাফ'-এ বর্ণিত اَدْبَارِ السُّجُوْدِ-এর হামযার মধ্যে যবর দেন এবং সূরা তূর-এ উল্লিখিত اِدْبَارِ النُّجُوْمِ-এর হামযার মধ্যে যের দেন। তবে উভয় স্থানে হামযাতে যেরও দেয়া যায় অথবা যবরও দেয়া যায়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, يَوْمَ الْخُرُوْجِ অর্থ কবর থেকে বের হওয়ার দিন।

٢٥٣٢. بَابُ قَوْلِهِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ

banglainternet.com

২৫৩২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ "এবং জাহান্নাম বলবে আরো আছে কি?"

٤٤٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ *

৪৪৮৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি ? পরিশেষে আল্লাহ্ তাঁর পা সেখানে রাখবেন, তখন সে বলবে, আর না, আর না।

٤٤٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يُوقِفُهُ أَبُو سُفْيَانَ، يُقَالُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ، وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ *

৪৪৮৯ মুহাম্মদ ইব্ন মূসা কায্যান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ হাদীস হিসাবে বর্ণিত। তবে আবূ সুফয়ান এ হাদীসটিকে অধিকাংশ সময় মওকুফ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। জাহান্নামকে বলা হবে, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছ ? জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি ? তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আপন চরণ তাতে রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে, আর নয়, আর নয়।

٤٤٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ، وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مَالِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلاَ يَظْلِمُ

banglainternet.com

اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ اَحَدًا وَاَمَّا الْجَنَّةُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا *

৪৪৯০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়। জাহান্নাম বলে দাম্ভিক ও পরাক্রমশালীদের দ্বারা আমাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। জান্নাত বলে, আমার কি হলো ? আমাতে কেবল মাত্র দুর্বল এবং নিরীহ লোকেরাই প্রবেশ করছে। তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা জান্নাতকে বলবেন, তুমি আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা আমি অনুগ্রহ করব। আর তিনি জাহান্নামকে বলবেন, তুমি হলে আযাব। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে পরিপূর্ণতা। তবে জাহান্নাম পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তিনি তাঁর কদম মুবারক তাতে রাখবেন। তখন সে বলবে, বস, বস, বস। তখন জাহান্নাম ভরে যাবে এবং এর এক অংশ অপর অংশের সাথে মুড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির কারো প্রতি জুলুম করবেন না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের জন্য অন্য মাখলূক পয়দা করবেন।

٢٥٣٣. بَابُ قَوْلِهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ

২৫৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ "এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা-পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।" (সূরা ৫০ঃ ৩৯)

٤٤٩١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لاَتُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ ، فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ *

৪৪৯১ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) .... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমরা নবী ﷺ এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন তিনি চৌদ্দ তারিখের রজনীর চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা যেমন এ চাঁদটি দেখতে পাচ্ছ, অনুরূপভাবে তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে এবং তাকে দেখার ব্যাপারে (তোমরা একে অন্যের কারণে) বাধাপ্রাপ্ত হবে না। তাই তোমাদের সামর্থ্য থাকলে সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগের সালাতের ব্যাপারে প্রভাবিত হবে না। তারপর তিনি পাঠ করলেন, "আপনার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে।" (সূরা ৫০ঃ ৩৯)

banglainternet.com

٤٤٩٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَمَرَهُ اَنْ يُسَبِّحَ فِى اَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، يَعْنِىْ قَوْلَهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ *

৪৪৯২ আদম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ-কে প্রত্যেক সালাতের পর তাঁর পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ - "এর দ্বারা তিনি এ অর্থ করেছেন।"

سُوْرَةُ الذّٰرِيَاتِ

সূরা যারিয়াত

قَالَ عَلِيٌّ الرِّيَاحُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : تَذْرُوْهُ تُفَرِّقُهُ ، وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ تَأْكُلُ وَ تَشْرَبُ فِى مَدْخَلٍ وَاحِدٍ وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ ، فَرَاغَ فَرَجَعَ ، فَصَكَّتْ فَجَمَعَتْ اَصَابِعَهَا، فَضَرَبَتْ جَبْهَتَهَا ، وَالرَّمِيْمُ نَبَاتُ الْاَرْضِ اِذَا يَبِسَ وَدِيْسَ ، لَمُوْسِعُوْنَ اَىْ لَذُوْ سَعَةٍ ، وَكَذٰلِكَ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ ، يَعْنِى الْقَوِىَّ ، زَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ، وَاخْتِلَافُ الْاَلْوَانِ حُلْوٌ وَحَامِضٌ فَهُمَا زَوْجَانِ ، فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ اِلَيْهِ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ مَا خَلَقْتُ اَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ اَهْلِ الْفَرِيْقَيْنِ اِلاَّ لِيُوَحِّدُوْنِ .وَقَالَ بَعْضُهُمْ خَلَقَهُمْ لِيَفْعَلُوْا ، فَفَعَلَ بَعْضٌ ، وَتَرَكَ بَعْضٌ وَلَيْسَ فِيْهِ حُجَّةٌ لِاَهْلِ الْقَدَرِ ، وَالذَّنُوْبُ الدَّلْوُ الْعَظِيْمُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَرَّةٍ صَيْحَةٍ ذَنُوْبًا سَبِيْلاً ، اَلْعَقِيْمُ الَّتِى لَاتَلِدُ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَالْحُبُكُ اسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا فِىْ غَمْرَةٍ فِىْ ضَلَالَتِهِمْ يَتَمَادُوْنَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ تَوَاصَوْا تَوَاطَؤُا وَقَالَ مُسَوَّمَةً مُعَلَّمَةً مِنَ السِّيْمَا *

banglainternet.com

আলী (রা) বলেছেন, اَلرِّيَاحُ অর্থ বায়ুরাশি। অন্যদের থেকে বর্ণিত, تَذْرُوْهُ মানে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ (اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ) অর্থ তোমাদের মধ্যেও নিদর্শন রয়েছে, ("তোমরা কি অনুধাবন করবে না?) অর্থাৎ তোমরা খানাপিনা কর এক পথে এবং তা বের হয় দু' পথ দিয়ে। فَرَاغَ মানে সে ফিরে এল। فَصَكَّتْ অর্থ সে মুষ্টি বন্ধ করে নিজ কপালে মারল। اَلرَّمِيْمُ - জমিনের উদ্ভিদ যখন শুকায় এবং তা মাড়াই করা হয়। لَمُوْسِعُوْنَ - অবশ্য সম্প্রসারণকারী। এমনিভাবে عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ অর্থাৎ সামর্থ্যবান। زَوْجَيْنِ নারী-পুরুষ, বর্ণের বিভিন্নতা এবং মিষ্টি ও টক উভয়কেই زَوْجَانِ বলা হয়। فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ - আল্লাহ্‌র নাফরমানী বর্জন করে তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি ধাবিত হও। اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ -মানুষ ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান, তাদেরই আমার তাওহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সৃষ্টি করেছি। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাদের সকলকেই আল্লাহ্‌র বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছেন ; কিন্তু কেউ তা করেছে আর কেউ তা বর্জন করেছে। এ আয়াতে মুতাযিলাদের জন্য তাদের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। اَلذَّنُوْبُ -বড় বালতি। মুজাহিদ বলেন, صَرَّةٍ অর্থ চীৎকার। ذَنُوْبًا অর্থ রাস্তা। اَلْعَقِيْمُ -যে নারী সন্তান জন্ম দেয় না। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْحُبُكُ - আকাশের সুবিন্যস্ততা ও তার সৌন্দর্য। فِىْ غَمْرَةٍ - নিজেদের ভ্রান্তির মাঝে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। অন্য থেকে বর্ণিত যে, تَوَاصَوْا -একে অপরের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছে? আরও বলেছেন ; مُسَوَّمَةً - চিহ্নিত। مُسَوَّمَةً শব্দটি سِيْمَا থেকে উদ্ভূত।

سُوْرَةُ الطُّوْرِ

সূরা তূর

وَقَالَ قَتَادَةُ : مَسْطُوْرٍ مَكْتُوْبٍ . قَالَ مُجَاهِدٌ : اَلطُّوْرُ الْجَبَلُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ ، رَقٍّ مَنْشُوْرٍ صَحِيْفَةٍ ، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ سَمَاءٌ ، الْمَسْجُوْرِ الْمُوْقَدِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : تُسْجَرُ حَتّٰى يَذْهَبَ مَاؤُهَا فَلَا يَبْقٰى فِيْهَا قَطْرَةٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، اَلَتْنَاهُمْ نَقَصْنَا وَقَالَ غَيْرُهُ : تَمُوْرُ تَدُوْرُ . اَحْلَامُهُمْ الْعُقُوْلُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلْبَرُّ اللَّطِيْفُ ، كِسْفًا قِطَعًا الْمَنُوْنُ الْمَوْتُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : يَتَنَازَعُوْنَ يَتَعَاطَوْنَ *

banglainternet.com

কাতাদা (র) বলেন, مَسْطُوْرٌ - লিখিত। মুজাহিদ (র) বলেন, সুরয়ানী ভাষায় পাহাড়কে طُوْرٌ বলা হয়। رَقٍّ مَنْشُوْرٍ (উন্মুক্ত) সহীফা। اَلسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ (সমুন্নত) আকাশ। اَلْمَسْجُوْرُ জ্বলন্ত। হাসান (র) বলেন, (সমুদ্র) জ্বলে উঠবে। ফলে সমস্ত পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এক ফোঁটা পানি থাকবে না। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلَتْنَاهُمْ - আমি হ্রাস করেছি। অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, تَمُوْرُ - আন্দোলিত হবে। أَحْلَامُهُمْ - বুদ্ধি। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْبَرُّ - দয়ালু। كِسْفًا - খণ্ড, اَلْمَنُوْنُ - মৃত্যু। অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, يَتَنَازَعُوْنَ - তারা আদান-প্রদান করবে।

٤٤٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنِّيْ أَشْتَكِيْ فَقَالَ طُوْفِيْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ *

৪৪৯৩ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র) .... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর কাছে ওযর পেশ করলাম যে, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, তুমি সওয়ার হয়ে লোকদের পেছন তাওয়াফ করে নাও। তখন আমি তাওয়াফ করলাম। এ সময় রাসূল (সা) কা'বার এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন এবং وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ তিলাওয়াত করছিলেন।

٤٤٩٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثُوْنِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ فَلَمَّا بَلَغَ هٰذِهِ الْآيَةَ : أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ أَمْ خَلَقُوْا السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوْقِنُوْنَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُوْنَ كَادَ قَلْبِيْ أَنْ يَطِيْرَ قَالَ سُفْيَانُ فَأَمَّا أَنَا فَإِنَّمَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ لَمْ أَسْمَعْهُ زَادَ الَّذِيْ قَالُوْا لِيْ *

banglainternet.com

৪৪৯৪ হুমায়দী (র) .... জুবায়র ইব্ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মাগরিবে সূরা তূর পাঠ করতে শুনেছি। যখন তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌছেন ঃ তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা ? আসমান-যমীন কি তারাই সৃষ্টি করেছে ? আসলে তারা অবিশ্বাসী। আমার প্রতিপালকের ধনভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে, না তারাই এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? তখন আমার অন্তর প্রায় উড়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল। সুফয়ান (র) বলেন, আমি যুহরীকে মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত'ইমকে তার পিতার বর্ণনা করতে শুনেছি, যা আমি নবী ﷺ-কে মাগরিবে সূরা তূর পাঠ করতে শুনেছি। কিন্তু এর অতিরিক্ত আমি শুনেছি যা তাঁরা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

سُوْرَةُ النَّجْمِ

সূরা নাজ্‌ম

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ذُوْ مِرَّةٍ ذُوْ قُوَّةٍ ، قَابَ قَوْسَيْنِ حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ ، ضِيْزَى عَوْجَاءُ ، وَاَكْدَى قَطَعَ عَطَاءَهُ ، رَبُّ الشِّعْرَى هُوَ مِرْزَمُ الْجَوْزَاءِ ، الَّذِى وَفَّى وَفَّى مَا فُرِضَ عَلَيْهِ ، اَزِفَتِ الْاَزِفَةُ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ، سَامِدُوْنَ الْبَرْطَمَةُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَغَنَّوْنَ بِالْحِمْيَرِيَّةِ ، وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ اَفَتُمَارُوْنَهُ اَفَتُجَادِلُوْنَهُ ، وَمَنْ قَرَأَ اَفَتَمْرُوْنَهُ يَعْنِيْ أَفَتَجْحَدُوْنَهُ ، مَازَاغَ الْبَصَرُ بَصَرُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا طَغَى وَلاَ جَاوَزَ مَا رَاَى فَتَمَارَوْا كَذَّبُوْا وَقَالَ الْحَسَنُ : اِذَا هَوَى غَابَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَغْنَى وَاَقْنَى اَعْطَى فَاَرْضَى *

মুজাহিদ (র) বলেন, ذُوْ مِرَّةٍ -শক্তিসম্পন্ন। قَابَ قَوْسَيْنِ অর্থ দুই ধনুকের ছিলার পরিমাণ। ضِيْزَى - বক্রতা। وَاَكْدَى - সে তাঁর দান বন্ধ করে দেয়। رَبُّ الشِّعْرَى জওযারাশীর মিরজাম নক্ষত্র। الَّذِى وَفَّى সে তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। اَزِفَتِ الْاَزِفَةُ - কিয়ামত আসন্ন। سَامِدُوْنَ দ্বারা بَرْطَمَةُ নামক খেলাধুলা বোঝানো হয়েছে। ইকরামা (রা) বলেন, হাম্মারিয়্যাহ্ ভাষায় গান গাওয়াকে سَامِدُوْنَ বলা হয়। ইবরাহীম (র) বলেন, اَفَتُمَارُوْنَهُ - তোমরা কি তাঁর সাথে বিতর্ক করবে ? যারা এ শব্দটিকে اَفَتَمْرُوْنَهُ পড়ে, তাদের কিরাআত অনুসারে এর অর্থ হবে

banglainternet.com

اَفَتَجْحَدُوْنَهُ - তোমরা কি তার কথাকে অস্বীকার করবে ? مَا زَاغَ الْبَصَرُ (মুহাম্মদ ﷺ-এর) দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি। وَمَا طَغٰى - এবং তাঁর দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। فَتَمَارَوْا অর্থ তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। হাসান (র) বলেন, اِذَا هَوٰى অর্থ যখন সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَغْنٰى وَاَقْنٰى - তিনি দান করলেন এবং খুশী করে দিলেন।

٤٤٩٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ
عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا يَا اُمَّتَاهُ هَلْ رَاٰى
مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ ؟ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِىْ مِمَّا قُلْتَ اَيْنَ اَنْتَ مِنْ ثَلاَثٍ
مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ ، مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَاٰى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ
، ثُمَّ قَرَاَتْ لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ
الْخَبِيْرُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ .
وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ، ثُمَّ قَرَاَتْ : وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ
مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ، ثُمَّ قَرَاَتْ ، يَا اَيُّهَا
الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْاٰيَةَ وَلٰكِنَّهُ رَاٰى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ
السَّلاَمُ فِىْ صُوْرَتِهِ مَرَّتَيْنِ .

৪৪৯৫ ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মা! মুহাম্মদ ﷺ কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন ? তিনি বললেন, তোমার কথায় আমার গায়ের পশম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। তিনটি কথা সম্পর্কে তুমি কি অবগত নও ? যে তোমাকে এ তিনটি কথা বলবে সে মিথ্যা বলবে। যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। তারপর তিনি পাঠ করলেন, তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত" "মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে"। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, আগামীকাল কি হবে সে তা জানে, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, "কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে।" এবং তোমাকে যে বলবে যে, মুহাম্মদ ﷺ কোন কথা গোপন রেখেছেন, তাহলেও সে মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি পাঠ করলেন, "হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর। হ্যাঁ, তবে রাসূল ﷺ জিব্‌রাইল (আ)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন।

banglainternet.com

٢٥٣٤. بَابٌ قَوْلُهُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

২৫৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى - "ফলে, তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ছিলার ব্যবধান রইল অথবা তারও কম।" (৫৩ ঃ ৯) অর্থাৎ ধনুকের দুই ছিলার সমান ব্যবধান রইল মাত্র।

٤٤٩٦ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ زِرًّا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ رَاٰى جِبْرِيْلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ

৪৪৯৬ আবুন্ নু'মান (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى আয়াত দু'টোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল ﷺ জিব্‌রাঈল (আ)-কে দেখেছেন। তাঁর ছয়'শ ডানা ছিল।

٢٥٣٥. بَابٌ قَوْلُهُ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى

২৫৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى - "তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।" (৫৩ ঃ ১০)

٤٤٩٧ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَاَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَاٰى جِبْرِيْلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

৪৪৯৭ তালক বিন গান্নাম (র) .... শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যির্‌র (র)-কে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى - এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমাকে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন, মুহাম্মদ ﷺ জিব্‌রাঈল (আ)-কে দেখেছেন। এ সময় তাঁর ডানা ছিল ছ'শ।

٢٥٣٦. بَابٌ قَوْلُهُ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

banglainternet.com

২৫৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى - "সে তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিল।" (৫৩ ঃ ১৮)

٤٤٩٨ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ، قَالَ رَاٰى رَفْرَفًا اَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الأُفُقَ .

৪৪৯৮ কাবীসা (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى। আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূল ﷺ সবুজ রঙের একটি 'রফরফ' দেখেছিলেন যা সম্পূর্ণ আকাশ জুড়ে রেখেছিল।

٢٥٣٧. بَابٌ قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزّٰى

২৫৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَفَرَاَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزّٰى - "তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত' ও 'উয্‌যা' সম্বন্ধে ?" (৫৩ ঃ ১৯)

٤٤٩٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا اَبُوا الأَشْهَبِ حَدَّثَنَا اَبُو الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللاَّتَ رَجُلاً يَلُتُّ سَوِيْقَ الْحَاجِّ *

৪৪৯৯ মুসলিম (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اللاَّتَ وَالْعُزّٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে 'লাত' বলে এ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে হাজীদের জন্য ছাতু গুলত।

٤٥٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلْفِهِ وَاللاَّتِ وَالْعُزّٰى ، فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ .

৪৫০০ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম করে বলে যে, লাত ও উয্‌যার কসম, তাহলে সাথে সাথে তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা উচিত। আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এসো আমি তোমার সাথে জুয়া খেলব, তার সাদ্‌কা দেয়া উচিত।

٢٥٣٨. بَابٌ قَوْلُهُ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرٰى

banglainternet.com

২৫৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرٰى - "এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে ? (৫৩ ঃ ২০)

٤٥٠١ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ
سَمِعْتُ عُرْوَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ اِنَّمَا كَانَ مَنْ اَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ
الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لاَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى :
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَطَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
وَالْمُسْلِمُوْنَ ، قَالَ سُفْيَانُ مَنَاةُ بِالْمُشَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ * وَقَالَ عَبْدُ
الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَتْ فِيْ
الْاَنْصَارِ كَانُوْا هُمْ وَغَسَّانُ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مِمَّنْ
كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ ، وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كُنَّا
لَانَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيْمًا لِمَنَاةَ نَحْوَهُ .

৪৫০১ হুমায়দী (র) .... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মুশাল্লাল নামক স্থানে অবস্থিত মানাত দেবীর নামে যারা ইহ্‌রাম বাঁধতো, তারা সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করতো না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও মুসলমানগণ তাওয়াফ করলেন। সুফ্য়ান (র) বলেন, 'মানাত' কুদায়দ নামক স্থানের মুশাল্লাল নামক জায়গায় অবস্থিত ছিল। অপর এক বর্ণনায় আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি আনসারদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আনসার ও গাস্‌সান গোত্রের লোকেরা মানাতের নামে ইহ্‌রাম বাঁধতো। হাদীসের অবশিষ্টাংশ সুফ্য়ানের বর্ণনার মতই। অপর এক সূত্রে মা'মার (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের কতিপয় লোক মানাতের নামে ইহ্‌রাম বাঁধতো, মানাত মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে রক্ষিত একটি দেবমূর্তি। তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! মানাতের সম্মানার্থে আমরা সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে তাওয়াফ করতাম না। এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসেরই অনুরূপ।

২৫৩৯. بَابٌ قَوْلُهُ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا *

banglainternet.com

২৫৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا - "অতএব, আল্লাহ্‌কে সিজদা কর এবং তাঁর ইবাদত কর।" (৫৩ ঃ ৬২)

٤٥٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ * تَابَعَهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عُلَيَّةَ ابْنَ عَبَّاسٍ *

৪৫০২ আবূ মা'মার (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সূরা নাজমের মধ্যে সিজদা করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানব সকলেই সিজদা করল। আইয়ূব (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন তাহ্‌মান (র) উপরোক্ত বর্ণনার অনুসরণ করেছেন ; তবে ইব্‌ন উলাইয়া (র) আইয়ূব (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কথা উল্লেখ করেননি।

٤٥٠٣ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَوَّلُ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتْ فِيْهَا سَجْدَةٌ النَّجْمِ قَالَ فَسَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ اِلَّا رَجُلاً رَاَيْتُهُ اَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، فَرَاَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ، وَهُوَ اُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ *

৪৫০৩ নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিজদার আয়াত সম্বলিত নাযিল হওয়া সর্বপ্রথম সূরা হলো আন-নাজম। এ সূরার মধ্যে রাসূল ﷺ সিজদা করলেন এবং সিজদা করল তাঁর পেছনের সকল লোক। তবে এক ব্যক্তিকে আমি দেখলাম, এক মুষ্টি মাটি হাতে তুলে তার ওপরে সিজদা করছে। এরপর আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। সে হল উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ।

سُوْرَةُ الْقَمَرِ

সূরা কামার

banglainternet.com

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مُسْتَمِرٌّ ذَاهِبٌ ، مُزْدَجَرٌ مُتَنَاهٍ ، وَازْدُجِرَ فَاسْتُطِيْرَ

جُنُوْنًا ، دُسُرٌ اَضْلَاعُ السَّفِيْنَةِ ، لِمَنْ كَانَ كُفِرَ يَقُوْلُ كُفِرَ لَهُ جَزَاءٌ مِنَ اللّٰهِ ، مُحْتَضَرٌ يَحْضُرُوْنَ الْمَاءَ . وَقَالَ اَبْنُ جُبَيْرٍ : مُهْطِعِيْنَ النَّسْلَانُ الْخَبَبُ السِّرَاعُ . وَقَالَ غَيْرُهُ فَتَعَاطٰى فَعَاطَهَا بِيَدِهِ فَعَقَرَهَا . اَلْمُحْتَظِرِ كَحِظَارٍ مِنَ الشَّجَرِ مُحْتَرِقٍ ، اُزْدُجِرَ اُفْتُعِلَ مِنْ زَجَرْتُ ، كُفِرَ فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمْ مَا فَعَلْنَا جَزَاءً لِمَا صُنِعَ بِنُوْحٍ وَاَصْحَابِهِ مُسْتَقِرٌّ عَذَابٌ حَقٌّ ، يُقَالُ الْاَشَرُ الْمَرَحُ وَالتَّجَبُّرُ .

মুজাহিদ (র) বলেন, مُسْتَمِرٌّ - বিলুপ্ত। مُزْدَجَرٌ - বাধা দানকারী। وَازْدُجِرَ - তাকে পাগল করে দেয়ার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। دُسُرٌ - নৌকার কীলক। لِمَنْ كَانَ كُفِرَ -এর কারণে যে নূহ (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। جَزَاءٌ - প্রতিদান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। مُحْتَضَرٌ - তারা পানির জন্য উপস্থিত হবে। ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, مُهْطِعِيْنَ - তারা দ্রুত চলবে। ইব্‌ন জুবায়র (র) ব্যতীত অন্যরা বলেছেন, فَتَعَاطٰى - তারপর সে উষ্ট্রীটিকে ধরল এবং তাকে হত্যা করল। اَلْمُحْتَظِرِ - শুষ্ক গাছের বেড়া যা জ্বলে গেছে। اُزْدُجِرَ - زَجَرْتُ ধাতু হতে بَاب افْتِعَل এর صيغه ، زَجَرْتُ - থেকে এর উৎপত্তি। كُفِرَ - আমি নূহ এবং তাঁর কওমের সাথে যা করেছি তা প্রতিদান ছিল ঐ আমলের, যা তাঁর কওমের লোকেরা তাঁর ও তাঁর সাথীদের সাথে করেছিল। مُسْتَقِرٌّ - আল্লাহ্‌র তরফ থেকে শাস্তি। الْاَشَرُ - দাম্ভিকতা ও অহংকার।

٢٥٤٠. بَابٌ قَوْلُهُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَاِنْ يَرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا

২৫৪০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে, তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (৫৪ ঃ ১-২)

٤٥٠٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ ، وَفِرْقَةً دُوْنَهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْهَدُوْا *

৪৫০৪ মুসাদ্দাদ (র) ...... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর সময় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এর এক খণ্ড পাহাড়ের উপর এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের নিচে পড়েছিল। তখন রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

banglainternet.com

٤٥٠٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَنَا اشْهَدُوْا اشْهَدُوْا ٭

৪৫০৫ আলী (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চন্দ্র বিদীর্ণ হল। এ সময় আমরা নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তা দু'টুকরো হয়ে গেল। তখন তিনি আমাদের বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, তোমরা সাক্ষী থাক।

٤٥٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِىْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ ٭

৪৫০৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যামানায় চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছিল।

٤٥٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَالَ اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يُرِيَهُمْ اٰيَةً فَاَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ ٭

৪৫০৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা নবী ﷺ-কে একটি নিদর্শন দেখানোর দাবি জানাল। তখন তিনি তাদের চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার নিদর্শন দেখালেন।

٤٥٠٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ .

৪৫০৮ মুসাদ্দাদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

٢٥٤١ بَابُ قَوْلِهِ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ - وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا اٰيَةً - فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ قَالَ قَتَادَةُ اَبْقَى اللّٰهُ سَفِيْنَةَ نُوْحٍ حَتّٰى اَدْرَكَهَا اَوَائِلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ

banglainternet.com

২৫৪১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, এ-ই পুরস্কার তার জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আমি একে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে ; অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" (৫৪ ঃ ১৪-১৫) কাতাদা (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-এর নৌকাটি রেখে দিয়েছেন। ফলে এ উম্মতের প্রথম যুগের লোকেরাও তা পেয়েছে।

٤٥٠٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ الْاَسْوَدِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

৪৫০৯ হাফস ইবন উমর (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পড়তেন।

٢٥٤٢. بَابُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ قَالَ مُجَاهِدٌ : يَسَّرْنَا هَوَّنَّا قِرَاءَتَهُ

২৫৪২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ? মুজাহিদ (র) বলেন, يَسَّرْنَا - আমি এর পঠন পদ্ধতি সহজ করে দিয়েছি।

٤٥١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

৪৫১০ মুসাদ্দাদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পড়তেন (মূল পাঠে ছিল مُذْكِرٍ - কিন্তু আরবী ব্যাকরণের বিধান অনুযায়ী কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে مُدَّكِرٍ।

٢٥٤٣. بَابُ قَوْلِهِ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ

২৫৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "উন্মূলিত খেজুর কাণ্ডের ন্যায়, কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।" (৫৪ ঃ ২০-২১)

٤٥١١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً سَاَلَ الْاَسْوَدَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ اَوْ مُذَّكِرٍ ، فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقْرَؤُهَا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ قَالَ وَسَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَؤُهَا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ دَالاً .

banglainternet.com

৪৫১১ আবূ নু'আঈম (র) .... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে আসওয়াদ (র)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন যে, আয়াতের মধ্যে فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ না مُذَكِرٍ। তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ্‌কে আয়াতখানা فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পড়তে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে আয়াতখানা 'দাল' দিয়ে পড়তে শুনেছি।

٢٥٤٤. بَابُ قَوْلِهِ فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

২৫৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "ফলে তারা হয়ে গেল খোঁয়াড় প্রস্তুতকারীর দ্বিখণ্ডিত শুষ্ক, শাখা-প্রশাখার ন্যায়। আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি ; অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ? (৫৪ ঃ ৩১-৩২)

٤٥١٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ الْاٰيَةَ .

৪৫১২ আবদান (র) .... আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পড়েছেন।

٢٥٤٥. بَابُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ

২৫৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ প্রত্যূষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি বললাম, আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর পরিণাম।

٤٥١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

৪৫১৩ মুহাম্মদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পড়েছেন।

٢٥٤٦. بَابُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

banglainternet.com

২৫৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ "আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে, অতএব, তা থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ?" (৫৪ ঃ ৫১)

٤٥١٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَرَاتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

৪৫১৪ ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সামনে فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পড়ার পর তিনি বললেন ঃ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ।

٢٥٤٧. بَابٌ قَوْلُهُ : سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

২৫৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ " سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ এ দল তো শীঘ্র পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (৫৪ ঃ ৫৫)

٤٥١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ وُهَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اَللّٰهُمَّ اِنْ تَشَاْ لاَ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاَخَذَ اَبُوْبَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ يَثِبُ فِى الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ : سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ.

৪৫১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাওশাব (র) .... মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া) (র) ......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বদর যুদ্ধের দিন একটি ছোট্ট তাঁবুতে অবস্থান করে এ দোয়া করছিলেন– হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কামনা করছি ! আয় আল্লাহ্ ! তুমি যদি চাও, আজকের দিনের পর তোমার ইবাদত না করা হোক...... ঠিক এ সময়ই আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর হস্ত ধারণ পূর্বক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট অনুনয়-বিনয়ের সাথে বহু দোয়া করেছেন। এ সময় রাসূল ﷺ বর্ম পরিহিত অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাই তিনি আয়াত দু'টো পড়তে পড়তে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন, "এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত

banglainternet.com

হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (৫৪ ঃ ৫১)

٢٥٤٨. بَابُ قَوْلُهُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ يَعْنِي مِنَ الْمَرَارَةِ

২৫৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ "অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।" (৫৪ ঃ ৪৬) مرارة শব্দ থেকে أَمَرُّ শব্দটির উৎপত্তি- যার মানে তিক্ততা।

٤٥١٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ بِمَكَّةَ، وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ *

৪৫১৬ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ আয়াতটি মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তখন কিশোরী ছিলাম, খেলাধুলা করতাম।

٤٥١٧ حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ وَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلٰى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ *

৪৫১৭ ইসহাক (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম ﷺ ছোট্ট একটি তাঁবুতে অবস্থান করে এ দোয়া করছিলেন, আয় আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কামনা করছি। হে আল্লাহ্‌! যদি তুমি চাও, আজকের পর আর কখনো তোমার ইবাদত না করা হোক.....। ঠিক এ সময় আবু বকর (রা) রাসূল ﷺ-এর হস্ত ধারণ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে অনুনয়-বিনয়ের সাথে বহু দোয়া

banglainternet.com

করেছেন। এ সময় তিনি লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি এ আয়াত পড়তে পড়তে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন ঃ এক দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর"। (৫৪ ঃ ৪৫-৪৬)

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ

সূরা রাহমান

وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ ، يُرِيْدُ لِسَانَ الْمِيْزَانِ ، وَالْعَصْفُ بَقْلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ
مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَذٰلِكَ الْعَصْفُ ، وَالرَّيْحَانُ رِزْقُهُ ، وَالْحَبُّ
الَّذِيْ يُؤْكَلُ مِنْهُ ، وَالرَّيْحَانُ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ الرِّزْقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ
وَالْعَصْفُ يُرِيْدُ الْمَأْكُوْلَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَانُ النَّضِيْجُ الَّذِيْ لَمْ يُؤْكَلْ
وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ الْعَصْفُ التِّبْنُ .
وَقَالَ أَبُوْ مَالِكٍ : الْعَصْفُ أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ تُسَمِّيْهِ النَّبَطُ هَبُوْرًا . وَقَالَ
مُجَاهِدٌ : الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ وَالْمَارِجُ اللَّهَبُ
الْأَصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ الَّذِيْ يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوْقِدَتْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ
مُجَاهِدٍ : رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ لِلشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ فِي
الصَّيْفِ ، وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ مَغْرِبُهَا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، لَا يَبْغِيَانِ لَا
يَخْتَلِطَانِ ، الْمُنْشَآتُ مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنَ السُّفُنِ فَأَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قِلْعُهُ
فَلَيْسَ بِمُنْشَأَةٍ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَنُحَاسٌ الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُؤُوْسِهِمْ
يُعَذَّبُوْنَ بِهِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ يَهُمُّ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ
فَيَتْرُكُهَا ، الشُّوَاظُ لَهَبٌ مِنْ نَارٍ ، مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ ،

banglainternet.com

صَلْصَالٍ طِيْنٌ خُلِطَ بِرَمْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الْفَخَّارُ ، وَيُقَالُ مُنْتِنٌ يُرِيْدُوْنَ بِهِ صَلَّ يُقَالُ صَلْصَالٌ كَمَا يُقَالُ صَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الْاِغْلَاقِ وَصَرْصَرَ مِثْلُ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِيْ كَبَبْتُهُ فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّخْلُ بِالْفَاكِهَةِ ، وَاَمَّا الْعَرَبُ فَاِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ، فَاَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلٰى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ اَعَادَ الْعَصْرَ تَشْدِيْدًا لَهَا كَمَا اُعِيْدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ وَمِثْلُهَا اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، وَقَدْ ذَكَرَهُمْ فِيْ اَوَّلِ قَوْلِهِ : مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَقَالَ غَيْرُهُ : اَفْنَانٍ اَغْصَانٍ . وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ مَا يُجْتَنٰى قَرِيْبٌ . وَقَالَ الْحَسَنُ : فَبِاَيِّ اٰلَاءِ نِعَمِهِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ رَبِّكُمَا يَعْنِي الْجِنَّ وَالْاِنْسَ ، وَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ ، يَغْفِرُ ذَنْبًا ، وَيَكْشِفُ كَرْبًا ، وَيَرْفَعُ قَوْمًا ، وَيَضَعُ اٰخَرِيْنَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَرْزَخٌ حَاجِزٌ ، الْاَنَامُ الْخَلْقُ ، نَضَّاخَتَانِ فَيَّاضَتَانِ ، ذُو الْجَلَالِ ذُو الْعَظَمَةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : مَارِجٌ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ ، يُقَالُ مَرَجَ الْاَمِيْرُ رَعِيَّتَهُ اِذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُوْا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ، مَرَجَ اَمْرُ النَّاسِ ، مَرِيْجٍ مُلْتَبِسٍ ، مَرَجَ اُخْتَلَطَ الْبَحْرَانِ مِنْ مَرَجْتَ دَابَّتَكَ تَرَكْتَهَا ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ سَنُحَاسِبُكُمْ ، لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ مَعْرُوْفٌ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ ، يُقَالُ لَا تَفَرَّغَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغْلٌ يَقُوْلُ لَاٰخُذَنَّكَ عَلٰى غِرَّتِكَ

banglainternet.com

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ -এর মাঝে বর্ণিত اَلْوَزْنَ -এর অর্থ হচ্ছে পাল্লার ডান্ডি। وَالْعَصْفُ অর্থ ঘাস.